বলূনের আস্ফালন পলেং বাড়িতে লাগিল. অনন্তর নীচহইতে একটা বৃহৎ বায়ু উঠিয়া ঝড়ময় বাষ্পের আবরণহইতে তাহার দিগকে ঊর্দ্ধে ক্ষেপ করিল; তাহাতে তাহারা মেঘ রহিত সূর্য্য দেখিতে পাইলেন. কিন্তু বলূন মধ্যস্থিত আগ্নেয় আকাশের উপর ভাস্কররশ্মি এমত লাগিল, যে তাঁহারা প্রতিক্ষণ ভাবিলেন যে বলূন ফাটিয়া যাইবেক; এইপ্রযুক্ত তাহারা তৎক্ষণাৎ ঐ বলূনে দুই ছিদ্র করিলেন ও তাহা বর্দ্ধিষ্ণু হইলে তাহার দ্বারা আগ্নেয় আকাশ নির্গত হইল; তাহাতে তাহারা অতিশীঘ্র নামিলেন এবং হ্রদের মধ্যে পড়িতেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহারা কিঞ্চিৎ বলূনের ভার ন্যূন করিলেন তাহাতে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া হ্রদের তীরে নামিলেন.

যে নির্ভয় যাত্রিক পিলাতর সাহেব প্রথম এই দুর্গম পথারোহণ করিয়াছিলেন, তিনি শেষে ঐ যন্ত্রদ্বারা মরিলেন. তিনি আধ পোয়া ক্রোশ ঊর্দ্ধে নির্ভাবনায় উঠিলে দেখা গেল যে সে তাবৎ যন্ত্রে অগ্নি লাগিয়াছে; তাহাতে কোন শব্দ শুনা গেল না কিন্তু ঐ বলূনের তাবৎ রেশম একত্র জড় হইল; এবং সে এমত শীঘ্র পৃথিবীতে পড়িল যে সে অভাগ্য সাহেব ভূমিতে পড়িবা মাত্র মরিলেন.

১৮০২ সনে ৮ জুন তারিখে গার্নেরিন সাহেব ইংগ্লণ্ডে বলূনে উঠিলেন ও সকলহইতে বেগে গমন করিলেন. তিনি সাড়ে ছয় হাজার হাতপর্য্যন্ত উঠিলেন, এবং দুই দণ্ডের মধ্যে ত্রিশ ক্রোশ চলিলেন.

Should mankind ever find out a mode of directing balloons at pleasure and of steering them against the wind, they may be found of the highest service. At present they are used chiefly by way of amusement or philosophical experiment. In an action between the French and Germans a few years ago, a French general ascended in a balloon and transmitted regular intelligence of the position of the enemy, who attempted to reach him with cannon balls, but he was too far elevated in the atmosphere. Arrived at the proposed heighth, the observer, remote from danger and undisturbed, commanded from the peaceful regions of the air, a comprehensive prospect of two hostile armies engaged in the work of destruction.

Of the Clouds.

A cloud is a collection of vapours suspended in the air.

Though many ingenious conjectures have been made, yet the cause of the formation of clouds is uncertain. It is however universally allowed that the clouds are formed from the aqueous vapours which were before so closely united with the atmosphere as to be invisible. The general cause of the formation of clouds, it has been supposed, is, a separation of

যদি আপনঃ ইচ্ছানুসারে এবং বায়ুর প্রতিকূলে বলূন চালাইবার কোন উপায় কখন মনুষ্যেরা পায় তবে তাহার দ্বারা অশেষ উপকার হইতে পারে. ইদানী কেবল বিহার ও বিদ্যাবিষয়ক পরীক্ষামাত্র তাহার কার্য্য. কতক বৎসর হইল ফ্রান্সীয় ও জর্ম্মনিরদের মধ্যে এক যুদ্ধ কালে, ফ্রান্সীয় এক সেনাপতি বলূনের দ্বারা আকাশে উঠিয়া বিপক্ষ সৈন্যের গমনাগমন বৃত্তান্ত উপরহইতে লিখিয়া পাঠাইল, বিপক্ষেরা তাহাকে মারিতে গুলি উর্দ্ধে ক্ষেপ করিল, কিন্তু সে এত দূরে ছিল যে গুলি তত দূর পঁহুছিতে পারিল না. কল্পিত স্থানপর্য্যন্ত পঁহুছিলে, সে দর্শনকারী নিরুদ্বেগ ও নির্ভাবনায় আকাশের শান্তিরাজ্যহইতে রণভূমিতে পরস্পর নাশক দুই সৈন্য দেখিল.

মেঘ বিষয়ে.

আকাশে দোলায়মান যে বাষ্পের সংগ্রহ সে মেঘ.

মেঘ কি প্রকারে জন্মে এই বিষয়ে অনেক সূক্ষ্ম বিবেচনা করা গিয়াছে, কিন্তু কিছু নিশ্চয় হয় নাই. তথাপি সকলেই এই স্বীকার করেন যে যে জলীয় বাষ্প পূর্ব্বে আকাশ সংসর্গের দ্বারা অদৃশ্য থাকে তাহার দ্বারা মেঘ জন্মে. লোকে অনুমান করে যে সে বাষ্পের জলহইতে স্বাভাবিক গ্রীষ্ম নির্গত হইলে মেঘ জন্মে, যেহেতুক গ্রীষ্ম নির্গত হইবামাত্র ঐ সকল বাষ্প পরস্পর

the latent heat from the water of which the vapour is composed; the consequences of which separation must be a condensation of those vapours. It is however difficult to discover the changes produced in the atmosphere whereby such separation may be induced. Cold cannot in all cases cause the condensation of the atmospheric vapours, else the nights would be always cloudy; owing to the vapours raised by the heat of the day being condensed by the cold of the night.

Some have attributed the formation of clouds to electric fluid; but this has not been as yet ascertained by experiments, and until the properties of electrified air are further investigated, it is impossible to come to any decision on the subject.

But whether the vapours are condensed, so as to form clouds by means of electric fluid or not, it is certain they do contain the electric fluid in prodigious quantities, and many destructive phenomena have been produced by clouds highly electrified. The most extraordinary instance of this kind happened on the island of Java, in the year 1722. At midnight a bright cloud was observed covering a mountain, and several reports were heard like those of a gun. The people who dwelt in the upper parts of the mountain not being able to fly fast enough, a great part of the cloud three leagues in circumference detached itself under them and was seen at a

সম্মিলিত হইয়া মেঘ হয়. কিন্তু আকাশে কোনং পরীবর্ত্ত দ্বারা গ্রীষ্ম নির্গত হয় তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য. শীতপ্রযুক্ত ঐ বাষ্প যে একত্র জমিয়া মেঘ হয়, এমত সম্ভব হয় না, যে হেতুক যদি এমত হইত তবে প্রতিদিনে যে সকল বাষ্প গ্রীষ্ম কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইত, সে সকল বাষ্প রাত্রিযোগে শীতপ্রযুক্ত জমিলে প্রতিরাত্রিতে মেঘোদয় হইতে পারিত.

কেহ২ কহে যে বিদ্যুতীয় অগ্নিদ্বারা মেঘ সংগ্রহ হয় ; কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা তাহা নিশ্চয় জানা যায় নাই, এবং বিদ্যুতীয় আকাশের বিষয় যে পর্য্যন্ত আরো স্থির জানা না যায়, তাবৎ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে স্থৈর্য্য জ্ঞাত হওয়া যায় না.

কিন্তু যদি বাষ্প বিদ্যুতীয় অগ্নির দ্বারা সংযুক্ত হইয়া মেঘ হউক কি না হউক ; তথাপি এই নিশ্চয় যে মেঘ বিদ্যুতীয় অগ্নিতে পরিপূর্ণ. এবং যে মেঘে অতিশয় বিদ্যুতীয় অগ্নি আছে সে মেঘদ্বারা অতিশয় উৎপাত কখনং হয়. এইরূপ উৎপাতের মধ্যে, ১৭২২ সালে যাবা উপদ্বীপে সকলহইতে আশ্চর্য্য উৎপাত হইয়াছিল. দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি কালে এক পর্ব্বত এক তেজোময় মেঘেতে আচ্ছন্ন হইল ; এবং বন্দুকের মত কতক শব্দ শুনা গেল. যে ব্যক্তিরা পর্ব্বতের সকলহইতে উচ্চ স্থানে বাস করিত, তাহারা অতিশীঘ্র পলাইতে না পারিয়া আপনারদের নীচে এইং রূপ দর্শন করিল, যে মেঘের প্রধান এক ভাগ আড়ে সাড়ে চারি ক্রোশ অন্য মেঘহইতে অন্তর হইয়া সমু

distance, rising and falling like the waves of the sea, and emitting globes of fire so luminous that the night became bright as the day. The effect of it was astonishing. Every thing for seven leagues round was utterly destroyed; the houses were demolished; plantations buried in the earth; and 2140 people lost their lives, besides 1500 head of cattle.

It appears however that the clouds are not so highly electrified as to produce these fatal effects on those who are immersed in them. It is only the discharge of a part of their electricity which produces the mischief. Two gentlemen travelling over one of the high Alps were caught among clouds of this kind and to their astonishment, found their bodies so full of electrical fire that spontaneous flashes darted from their fingers with a crackling noise.

The heighth of the clouds is in general not very great. The summits of high mountains are in general free from them; those which are most highly electrified, descend lowest; and their heighth is often not more than seven or eight hundred yards above the ground. But the generality of clouds are suspended about a mile above the earth.

The motions of the clouds though sometimes directed by the winds, are not always so, especially when thunder is about to ensue. In this case they

দ্রের তরঙ্গের মত উঠিতে ও নামিতেছে ; তাহাহইতে অগ্নিবৎ স্ফুলিঙ্গ এমত বাহির হইল যে রাত্রি দিনবৎ হইল. ইহার নিষ্পত্তি অতিশয় আশ্চর্য্য, সাত ক্রোশের মধ্যে যে সকল পদার্থ ছিল সে সকল নষ্ট হইল. গৃহ পতিত হইল, এবং উদ্যান প্রভৃতি সমভূমি হইল, ও দুই হাজার এক শত চল্লিশ লোক মারা গেল, ও দেড় হাজার মেষাদি নষ্ট হইল.

এমত বোধ হয় যে মেঘ এমত বিদ্যুতীয় অগ্নিতে পরিপূর্ণ নহে যে যে ব্যক্তি মেঘের মধ্যে আবরণে থাকে সে এমত সঙ্কট ভোগ করিবে, কিন্তু যখন সেই বিদ্যুতীয় অগ্নির এক ভাগ পড়ে তখন এইমত সঙ্কট উপস্থিত হয়. দুই জন সাহেব উচ্চ আল্প পর্ব্বতের উপরে গমনাগমন করিবার সময়ে তাহারা এই মত মেঘেতে আচ্ছাদিত হইল, তাহাতে তাহারদের সর্ব্বাঙ্গ বিদ্যুতীয় অগ্নিতে পরিপূর্ণ হইল, এবং অকস্মাৎ কর্কশ শব্দ হইয়া তাহারদের অঙ্গুলিহইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল.

মেঘের উচ্চতা অতিবড় নহে ; অতিবড় দীর্ঘ পর্ব্বতের শৃঙ্গ প্রায় মেঘরহিত, এবং যে মেঘে অধিক বিদ্যুতীয় অগ্নি থাকে সে মেঘ সকলহইতে নীচে নামে. কোন২ সময়ে মেঘ পৃথিবীহইতে চৌদ্দ শত হাতের অধিক উচ্চবর্ত্তী হয় না, কিন্তু গড়ে মেঘ পৃথিবীহইতে অর্দ্ধ ক্রোশ উচ্চ.

মেঘের চলন কখন২ বায়ুর দ্বারা হয়, কিন্তু গর্জনের প্রাক্কালে মেঘ বায়ুর দ্বারা চলিষ্ণু হয় না. ঐ সময়ে দেখা যায়

seem to move very slowly and often to be absolutely stationary. The reason of this is probably that they are impelled by two opposite streams of air nearly of the same degree of strength, by which means their velocity is retarded.

The shapes of the clouds are likewise undoubtedly owing to their electricity; for in those seasons in which a great commotion has been excited in the atmosphere, we shall perceive the clouds assuming strange and whimsical shapes.

The clouds are also intimately connected with wind, and always assume a particular shape, when a strong wind is about to ensue. Sometimes also on the approach of a cloud we find a sudden and violent gust of wind arise, and at other times the wind though violent before, ceases on the approach of a cloud. The uses of the clouds are evident, as from them proceeds the rain which refreshes the earth, without which the whole surface of nature would be a dry desert. They are also of great use as a screen interposed between the earth and the scorching rays of the sun, which are often so powerful as to destroy the grass and tender vegetables.

যে মেঘ কখন২ ধীরে চলে, ও কখনও একেবারে স্থকিত হয়. ইহার কারণ এই হইতে পারে, যে সমান বলযুক্ত দুই বিপক্ষ আকাশের স্রোত দুই দিকহইতে মেঘের উপরে লাগে, তাহাতে তাহার গমননিরোধ হয়.

মেঘের যে আকার সে অবশ্য বিদ্যুতীয় অগ্নিমূলক, যেহেতুক যে কালে আকাশে অতিঘোর তরঙ্গ দেখা যায় তৎকালে আশ্চর্য্য ও হাস্যবৎ মেঘের আকার অনুভব হয়.

মেঘের সহিত বায়ুর আসক্তি আছে, যেহেতুক প্রবল বায়ু আসিবার প্রাক্কালে মেঘ গুলির ভিন্ন প্রকার আকার দেখা যায়. কখন২ মেঘের আগমনকালে অকস্মাৎ এক প্রবল বায়ু উঠে, ও অন্য সময়ে মেঘের আগমনকালে প্রবল বায়ুনিরোধ হয়. মেঘের দ্বারা যে উপকার তাহা সকলে জ্ঞাত আছেন. মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি না হইলে তাবৎ বিশ্ব মরুভূমি হইত, এবং সূর্য্যের জ্বলনশীল কিরণ সমূহহইতে মেঘ পৃথিবীকে রক্ষা করে, সে কিরণ এইমত দাহক যে তৃণ ও ঘাসপ্রভৃতি অনেকবার দগ্ধ করে.

Dig-Durshun,

OR THE

INDIAN YOUTH'S MAGAZINE.

No. XV.

March, 1820.

Dig-Durshan.

No. XV. MARCH, 1820. Vol. II.

Continuation of the History of Hindoost'han.

Mahmood II.

When the eldest son of the emperor Altumush died in Bengal, he conferred the nominal government upon his younger son Mahmood, who upon the death of his father was confined by the cruel empress, and remained in prison till released by the emperor Masood. During the time of his imprisonment, despising the emperor's allowance he wrote for his livelihood, and submitted to many privations. When he ascended the throne, he shewed himself the patron of learning, the protector of the people, and the friend of the poor.

The office of vizier was conferred upon Ba[illegible]in the younger. Shere the emperor's nephew, was appointed to the government of Lahore, Bhatnere,

দিগ্দর্শন.

২ খণ্ড. মার্চ, ১৮২০. ১৫ভাগ.

হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস.

দ্বিতীয় মহম্মুদ.

যখন আলতমস বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র বঙ্গভূমিতে মরিলেন তখন তিনি আপন কনিষ্ঠ পুত্র মহম্মুদকে সে প্রদেশের অধ্যক্ষতা নামমাত্রে দিলেন. ঐ মহম্মুদ স্বপিতৃ বিয়োগানন্তর নির্দ্দয় রাণীকর্তৃক কারাগারে বদ্ধ হইলেন, এবং যাবৎপর্য্যন্ত মসউদ তাহাকে মুক্ত না করিলেন তাবৎ তিনি সেখানে থাকিলেন. তিনি আপনার কারাগার বাসকালে আপন ব্যয়ের কারণ সরকারী বেতন তুচ্ছ করিয়া আপন লিখিত পুস্তক বিক্রয় করিয়া স্বব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন. তিনি যখন সিংহাসনারোহণ করিলেন তখন বিদ্যা প্রচার ও লোকেরদের প্রতিপালন ও দরিদ্র লোকেরদের উপকার করাতে আপনাকে খ্যাত করিলেন.

উজীরের পদ তিনি কনিষ্ঠ বালিনকে দিলেন, এবং আপনার ভ্রাতৃপুত্র শেরকে লাহোর ও ভটনেজর ও তিবরহিন্দ এই

and Tiberhind; where he was ordered to keep a great standing army, to watch the motions of the Moguls.

In 1249, the emperor sent the vizier with an army towards Rantampore and the mountains of Mewar, to chastise the rebellious inhabitants of these countries. Mahmood, the same year married the daughter of his vizier Balin, and made great rejoicings upon the occasion. In the following year he marched his army towards Mooltan, and having placed the elder Balin in the government of Nagore and Outch, and settled some other matters, returned to his capital.

Balin notwithstanding the favors heaped on him by his prince, threw off his allegiance in the year 1251, and stirred up a rebellion in these provinces. Mahmood put the rebel to flight; but such was the policy of the times, that he promised him pardon, upon his submission, and afterwards confirmed him in his government. The emperor, remained only a few days at Delhi, before he proceeded to the siege of Narvar, where he was met by the Indian prince Sahir-Deo, who had just built that fortress on a steep rock and placed around it five thousand horse, and two hundred thousand foot. This immense host was defeated with great slaughter, and the place reduced after a siege of a few months. The emperor from thence continued his

তিনি দেশের অধ্যক্ষতা দিয়া মোগলেরদের সঞ্চার সন্ধানের জন্যে দেশে সৈন্য পুস্তুত করিতে আজ্ঞা করিলেন.

১২৪৯ সালে বাদশাহ্ তদ্দেশের পুতিকূলাচারিরদের দমনার্থে আপন উজীরকে সসৈন্য রান্তামপুরে ও মেওয়ারের পর্ব্বতে পাঠাইলেন. এবং সেই বৎসর আপন উজীর বালিনের কন্যা বিবাহ করিয়া অত্যন্ত সমারোহ্ করিলেন. তাহার পর বৎসর তিনি আপন সৈন্য মুলতানে লইয়া গেলেন, ও জ্যেষ্ঠ বালিনকে নাগর ও মুলতান দেশের অধ্যক্ষতাতে নিযুক্ত করিয়া আর কতক বিষয় স্থির করণপূর্ব্বক রাজধানীতে পুত্যাগমন করিলেন.

এই সকল অনুগ্রহপ্রাপ্ত হইয়াও বালিন ১২৫১ সালে মহমুদের পুতিকূলাচারী হইল এবং সে পুদেশে অনেক প্রাতিকূল্যাচরণ উপস্থিত করিল. মহমুদ তাহাকে পরাজিত করিলেন; কিন্তু তৎকালের স্বভাবানুসারে বালিন মহমূদের নিকটে নম্র হইলে, তিনি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার পূর্ব্বপদ প্রাপ্ত করিলেন. বাদশাহ্ অল্প দিনমাত্র দিল্লীতে রহিয়া মাড়বার গড় বেষ্টন করিতে গেলেন; সাহরদিয়ো নামে এক হিন্দু রাজা ঐ গড় উচ্চ গিরির উপরে বাঁধিয়াছিল, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহি ও দুই লক্ষ পদাতিক চৌকী রাখিয়াছিল. সে মহমুদের সহিত যুদ্ধে মিলিল ও আপন বহু সৈন্যনাশপূর্ব্বক পরাজিত হইল; পরে সে গড় অনায়াসে অধিকৃত হইল. বাদশাহ সেখানহইতে পুস্থান করিয়া চিন্দারী

march to Chinderi and Malva; and having settled those countries, and appointed a Subahdar to govern them, returned to Delhi.

In the mean time, the emperor's nephew, Shere, viceroy of Lahore, who was reckoned a prodigy of wisdom, and valour, disciplined a body of horse, with which he drove the Moguls out of the kingdom of Gujni, and annexed it once more to the empire. He struck the currency in the name of Mahmood, and proclaimed him through all the provinces. The king for these services, added the government of Mooltan, to his viceroyship.

In the year 1257, the vizier, by the king's command, led an army towards Sewalic and Rantampore, where the Hindoos had began to raise great disturbances, having collected a very numerous body of horse and foot, with which they plundered the country. Upon the vizier's approach, they retired to the passes of the mountains; where however, he routed them and continued to ravage the country four months with fire and sword, setting a price upon the heads of the inhabitants.

The princes of those Rajpoots, rendered at length desperate, collected all their forces and rushed down from the mountains. The attack of the ene-

ও মালোয়া গেলেন, এবং সে সকল দেশ স্থির করিয়া তাহার এক জন সুবেদার নিযুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার দিল্লীতে আইলেন.

ইতোমধ্যে লাহোরের অধ্যক্ষ বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্র শের বীর্য্যা ও সাহসে অদ্বিতীয় খ্যাত ছিলেন; তিনি অশ্বারোহি প্রস্তুত করিয়া মোগলেরদিগকে গজনেন রাজ্যহইতে উদস্ত করিয়া সে দেশ পুনর্ব্বার রাজ্যে সম্মিলিত করিলেন. তিনি মহমূদের নামে সিক্কা জারী করিলেন ও দেশের মধ্যে মহমূদকে বাদশাহ রূপে প্রকাশ করিলেন. এই সকল কর্ম্মের পারিতোষিক তিনি তাহাকে মুলতান দেশের অধ্যক্ষতা দিলেন.

১২৫৭ সালে বাদশাহের আজ্ঞাতে উজীর শিয়ালিক ও রান্তাম্বপুরে সৈন্য লইয়া গেলেন, যেহেতুক সেখানে হিন্দু লোকেরা দৌরাত্ম্য করিতেছিল, এবং অনেক অশ্বারোহি ও পদাতিক সৈন্য একত্র করিয়া দেশ লুঠ করিতেছিল. উজীরের আগমন কালে তাহারা পর্ব্বতের গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত হইয়া থাকিল, কিন্তু সেখানেও তিনি তাহারদিগকে জয় করিলেন ও তাহারদের মস্তকের উপরে মূল্য রাখিয়া, চারি মাসপর্য্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্রদ্বারা দেশ নষ্ট করিলেন.

এই হিন্দুরদের অধ্যক্ষেরা মুমূর্ষু হইয়া আপনারদের সকল সৈন্য একত্র করিয়া স্রোতের ন্যায় পর্ব্বতহইতে নীচে নামিল. তাহারদের প্রথম আক্রমণ অতিপ্রবলরূপে হইল, কিন্তু

my was violent, but towards midday, they overheated themselves and became languid and faint. The imperial general inspiring his troops with fresh courage, began to charge in his turn, and before evening, pursued the enemy back to the hills with great slaughter, and took many prisoners. The captive chiefs were ordered to be put to death, and their unfortunate soldiers condemned to perpetual slavery.

Early in the same year, an ambassador arrived at Delhi, on the part of the grandson of Jenghis, king of Persia. The vizier went out to meet the ambassador with fifty thousand foreign horse in the imperial service, two hundred thousand infantry in arms, two thousand elephants of war, and three thousand carriages of fire-works. Having exhibited some feats of horsemanship in mock battle, and fully displayed his pomp to the ambassador, he conducted him into the city and royal palace, where the court exhibited the highest degree of splendor.

This ceremony being concluded, nothing particular occurred at Delhi, till the year 1264, when the emperor fell sick, and having lingered some months, died in the year 1265, much lamented by his people.

মধ্যাহ্নকালে তাহারা অধিক উত্তাপে ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইল, ইহা ...হের সেনাপতি আপন সৈন্যের মধ্যে পুনর্ব্বার সাহস জন... পাক্ষরদের উপরে আক্রমণ করিল, এবং অপ্‌ ...ক্ষের পূ... বহুবধপূর্ব্বক ...হার ... পর্ব্বতে পুনর্ব্বার তাড়াইয়া দিল ও অনে...ক লোককে ধরিল এবং অভাগ্যবান সৈন্যেরদিগকে যাবজ্জীবন দা...স করিয়া রাখিল.

ঐ বৎসর পারসী দেশের বাদশাহ জঙ্গীসখাঁয়ের পৌত্রের উকীল দিল্লীতে পঁহুছিল. উজীর পঞ্চাশ হাজার অন্য দেশীয় অশ্বারোহি ও দুই লক্ষ পদাতিক ও দুই হাজার যুদ্ধহস্তী ও তিন হাজার বাজী বোঝাই গাড়ী লইয়া উকীলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল. তাহার সম্মুখে মিথ্যা যুদ্ধে অশ্বারোহিরা কতক কীর্ত্তি দেখাইয়া ও আপন সকল ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া নগরের রাজগৃহে তাহাকে আনিল; তাহাতে সেখানে অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যরূপে বাদশাহের বৈঠক দর্শন হইল.

এই কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে, ১২৬৪ সন পর্য্যন্ত দিল্লীতে আর কোন আশ্চর্য্য ও বড় ক্রিয়া হইল না. সেই সনে বাদশাহ পীড়িত হইলেন ও কতক মাসের পরে ১২৬৫ সালে আপন প্রজালোকেরদের শোকসমকালীন মরিলেন.

Balin.

Mahmood leaving no sons behind him, ... Balin, who was of the same family, mounted the throne of Delhi by the universal suffrage of the nobles.

In the reign of Altumush, forty of that monarch's Turkish slaves, who were in great favor, entered into an association to support one another, and upon the king's death, to divide the empire among themselves; but jealousies and dissentions having arisen among them, this project proved abortive. The emperor Balin was of their number, and as several of them had raised themselves to great power in the kingdom, the first thing he did after his accession, was to rid himself of all who remained of that association.

After these assassinations he became so famous for his justice and wise government, that his alliance was quoted by all the kings of Persia and Tartary. He took particular care that none but men of merit should be admitted to any office in his government, and was very assiduous in rewarding merit, and no less so in punishing vice.

He expelled all flatterers, usurers, pimps and players, from his court, and being one day told, that an Omrah, who had acquired a vast fortune by usury

বালিন.

মহম্মুদের কোন সন্তান না থাকাতে তৎসংজাত উজীর বালিন সকল কুলীনেরদের সম্মতিতে সিংহাসনারোহণ করিলেন.

আলতমসের রাজ্য কালে ঐ বাদশাহের চল্লিশ জন তুরকীয় দাস বাদশাহের অনেক অনুগ্রহপ্রাপ্ত হইয়া, এই পরামর্শপূর্ব্বক এক দল করিল, যে বাদশাহের মরণানন্তর সকলে একবাক্যতাপন্ন হইয়া রাজ্য ভাগ করিয়া লইব. পরে তাহারদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ উপস্থিত হইয়া সে সংকল্প ভগ্ন হইল. তদন্তঃপাতী এক জন বালিন ছিলেন, তাহারদের মধ্যে কতক জন অতিপরাক্রান্ত হইল, তাহাতে বালিন তাহারদের নিপাতের চেষ্টা করিলেন, সেই তাহার প্রথম ক্রিয়া.

এই সকল বধের পর তিনি যাথার্থ্য ও সুশাসনে এমত খ্যাত হইলেন যে পারসী ও তাতার দেশের বাদশাহেরা তাহার সহিত সন্ধি চেষ্টা করিতে লাগিলেন. তিনি এই চেষ্টা করিলেন যে উপযুক্ত লোকমাত্র রাজ্যের সকল কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, এবং যেমন যোগ্য লোকেরদিগকে পারিতোষিক দিতে উৎসুক তেমন দুষ্ট দমনেও তিনি ছিলেন.

তিনি খোসামোদি ও অতিক্রোদিক ও কুট্টিনী ও নর্ত্তক এই লোকেরদিগকে রাজগৃহহইতে দূর করিয়া দিলেন. এক দিবস বালিনের প্রতি কহা গেল, যে এক জন ওমরা অধিক সুদ লও

would present him with several lacks of rupees, if he would honour him with one word from the throne, he said, "what must my subjects think of a king who should condescend to hold discourse with so infamous a wretch?" The court of India was, in the days of Balin, reckoned the most polite and magnificent in the world. The philosophers, and poets, met every night at the house of the prince Shehîd, the heir apparent to the empire; the emperor himself, having a great attachment to splendour and magnificence in his palaces, and equipages, was imitated by all the court. A new city seemed to lift up its head from the earth.

Such was the pomp and grandeur of the royal presence, that none could approach the throne without being impressed with awe. His state elephants were caparisoned in purple and gold. His horse-guards, were mounted upon the finest Persian steeds with bridles of silver, and saddles of rich embroidery. The monarch, in short, seldom went out with less than a hundred thousand men. It was before Balin's time a custom in Hindoost'han, in cases of murder, to satisfy the relations by a certain fine. He abolished this custom, and ordered the Subahdar of Budaoon to be put to death, upon the complaint of a poor woman for killing her son.

নেরে অতিনেবান হইয়াছে বাদশাহ; যদি সিংহাসনে থাকি য়া তাহার সহিত আলাপ করেন তবে সে বাদশাহকে অনেক লক্ষ টাকা দিবে. তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, যদি আমি বাদশাহ হই য়া এই মত ক্ষুদ্র কদর্য্য লোকের সহিত আলাপ করিয়া আপ নাকে ক্ষুদ্র করি তবে আমার প্রজা লোকেরা আমার বিষয় কি ভাবিবে. বালিনের দরবার সকলহইতে সভ্য ও ঐশ্বর্য্যশালী গণিত ছিল, রাজ্যের উত্তরাধিকারী সহীদের ঘরে প্রতিরাত্রিতে পণ্ডিত ও কবিরা সভা করিতেন. রাজগৃহ ও বাহনবিষয়ক ঐশ্বর্য্যেতে তাহার বড়স্পৃহা ছিল; এইপ্রযুক্ত তাহার সকল মন্ত্রিরা সেইরূপ করিত. দিল্লী নগর দেখিয়া এই মত জ্ঞান হইত যে এক নূতন নগর পৃথিবীহইতে আপন মস্তক উঠাইতেছে.

তাহার রাজসভা এমত ঐশ্বর্য্যশালী ছিল যে কোন লোক নির্ভাবনায় সিংহাসন সমীপে যাইতে পারিত না; বাদশাহের রাজহস্তী স্বর্ণ ও নীলবস্ত্রে ভূষিত. এবং তাহার রক্ষক যে সৈনা তাহারা উত্তমং আরবীয় অশ্বারূঢ় তাহারদের অশ্বের লাগাম রূপাময় ও তাহার জীন নানাচিত্র কর্ম্মে চিত্রিত. বাদশাহ লক্ষ লোক ব্যতিরেকে বাহিরে যাইতেন না. বালিনের পূর্ব্বে দেশে এমত ব্যবহার ছিল যে কোন জন কাহাকেও খুন করিলে, সে তাহার আত্মীয় লোককে ধন দিয়া রাজী করিত. বালিন সে ব্যবহার দূর করিলেন, ও এক দুঃখি স্ত্রীর বালককে বদাউনের সুবেদার বধ করিয়াছিল, এই অপরাধে তাহাকে বধ করিতে আ জ্ঞা করিলেন.

That his army might be kept in constant exercise he led them out twice every week to hunt, for forty or fifty miles round the city. Mahmood Tatar, the son of Arsilla, who had began to assert his independence in Bengal was in the year 1269 reduced, and obliged to send his usual tribute to Delhi.

Every thing seemed now in perfect peace and security throughout the empire, when Togril, who was entrusted with the government of Bengal, began to appear in arms. Balin happened at that time to be ill, insomuch that the news of his death was spread abroad. This intelligence having reached the ears of Togril, he assumed the red umbrella, with all the ensigns of royalty, and declared himself king of Bengal. Balin hearing of this, wrote him an order to return immediately to his allegiance, which producing no effect, he commanded Tiggi, governor of Oude, to raise his forces, and appointing him Subahdar of Bengal, sent Timur, Malleck Jemmal, and other generals, to his assistance, with an army from Delhi.

Tiggi joined by this force, crossed the Surju, and proceeded towards Bengal; and Togril advanced with his forces to meet him, but he had previously employed his money so well among the troops of Tiggi, that he drew many of the Turkish chiefs over to his party, and then engaging the imperial army, gave them a total defeat. The king hearing this,

তিনি আপন সৈন্যের আলস্য নিবারণার্থ প্রতিসপ্তাহে নগরের বাহিরে চতুর্দিগে মৃগয়া করিতে তাহারদিগকে লইয়া যাইতেন. আরসালার পুত্র মহম্মদ তাতার বঙ্গভূমিতে স্বাধীনতা প্রকাশকরিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ১২৫৯ সনে তিনি পরাজিত হইলেন ও দিল্লীতে বার্ষিক রাজকর প্রেরণ করিতে লাগিলেন.

এই কালে তাবৎ রাজ্যেতে শান্তি ও নির্ভয়তা ছিল. তৎকালে বঙ্গভূমির অধ্যক্ষ তোগরল প্রাতিকূল্যাচরন করিতে লাগিল. বালিন সে সময়ে পীড়িত ছিলেন তাহাতে তাহার মিথ্যা মরন সমাচার প্রকাশ হইয়াছিল; যখন এই সমাচার তোগরলের নিকটে পঁহুছিল তখন আপনার উপরে রক্ত বর্ণ ছত্র ধরিতে আজ্ঞা করিল ও তাবৎ রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া বঙ্গভূমিতে আপনাকে স্বাধীন বাদশাহ করিয়া প্রকাশ করিল. ইহা শুনিয়া বালিন তাহাকে লিখিলেন যে পূর্ব্ববৎ তুমি আমার কাবুতে আইস. তোগরল বালিনের সে আজ্ঞা না মানিলে বালিন অযোধ্যার অধ্যক্ষ তিগ্নীকে সৈন্য সংগ্রহ করিতে আজ্ঞা করিলেন; ও তাহাকে বঙ্গভূমির সুবেদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া তৈমুর ও মালিক জামান ও অন্যং সেনাপতি সমেত তাহাকে দিল্লী হইতে বঙ্গভূমিতে পাঠাইলেন।

তিগ্নী সরযূ নদী পার হইয়া বঙ্গভূমিতে আইলেন, ও তোগরল সসৈন্য তাহার সহিত মিলিতে গেলেন, কিন্তু তোগরল পূর্ব্বে তিগ্নীর তুরকী সেনাপতিরদের মধ্যে এত টাকা বিতরণ করিয়াছিল যে সে সকল সেনাপতিরা তোগরলের পক্ষ হইল, সে এই

foamed with rage and indignation. He ordered Tiggi to be hanged at the gate of Oude; and dispatched Turmutti, a Turkish general, with another army, against the rebel. But the fate of Turmutti was not more fortunate than that of his predecessor. He was totally routed, and lost all his baggage and the public treasure.

Balin, having intelligence of this second disgrace prepared to take the field in person. Crossing the Ganges, without waiting for the dry season he proceeded to Bengal by forced marches. But having met with great delay, Togril had time to collect his army, and with all his elephants, treasure, and effects took the route of Jainagur in Orissa with intention to remain there till the king should return to Delhi.

Balin continued to march with great expedition into Orissa but could gain no intelligence of the enemy. He therefore ordered Malleck, with seven thousand chosen horse, to advance and by all means to gain intelligence of the rebels; but no satisfactory account could be obtained. One day however Mahommed Shir, governor of Kole, being out from the advanced guard with forty horse, seized some drivers, of whom he enquired about the enemy. They obstinately pretended ignorance, till the head of one of them being struck off, the rest fell upon their

পুত্যাশাতে বাদশাহের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহারদিগকে পরাস্ত করিল. বাদশাহ ইহা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধেতে ক্ষিপ্ত প্রায় হইলেন, তাহাতে অযোধ্যার সিংহদ্বারে তিগ্গীকে ফাঁসী দিতে আজ্ঞা করিলেন; এবং তুরকীয় এক সেনাপতি তরমত্তিকে অন্য সৈন্য সমেত তোগরলের নিপাতার্থ পাঠাইলেন. কিন্তু তরমত্তিও তিগ্গীর সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হইল, যেহেতুক তোগরল তরমত্তিকে যুদ্ধে জয় করিয়া যুদ্ধসরঞ্জাম ও বাদশাহী ধন সকল কাড়িয়া লইল.

বালিন আপন দ্বিতীয় অসম্ভ্রম বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আপনি যুদ্ধার্থে সসজ্জ হইলেন, এবং শুষ্ককাল অপেক্ষা না করিয়া গঙ্গা পার হইয়া প্রতিদিন দ্বিগুণ পথাতিক্রমপূর্ব্বক সসৈন্য বঙ্গভূমিতে পঁহুছিলেন, পথিমধ্যে বাদশাহের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়াতে তোগরলের সৈন্য সমবধান করিবার অবসর হইল. তোগরল আপনার হস্তী ও ধন সম্পত্তি লইয়া এই সংকল্পে উড়িস্যার অন্তঃপাতী জয়নগরে গেল, যে যাবৎপর্য্যন্ত বাদশাহের পুনর্ব্বার দিল্লী গমন না হয় তাবৎ এইখানেই থাকি.

বালিন অতিশীঘ্র উড়িস্যাতে গমন করিলেন, কিন্তু বিপক্ষেরদের কোন সন্ধান পাইতে পারিলেন না. পরে মালিক সেনাপতিকে সাত হাজার সৈন্য লইয়া অগ্রগামী হইতে এবং বিপক্ষেরদের সন্ধান করিতে আজ্ঞা করিলেন; কিন্তু কোন প্রকারে সন্ধান পাইলেন না. এক দিন কোলের অধ্যক্ষ মহম্মদ শের অগ্রগামী সৈন্যের চল্লিশ জন সেনা লইয়া বাহির হইলেন, এবং জন কএক সারথিরদিগকে দেখিয়া তাহারদের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তা

tees and confessed that they had just left the enemy's camp, which was about four miles in front.

Mahommed proceeded thither himself, and saw, from a rising ground, their whole encampment, extended over a great plain; having fixed his eyes upon the rebel's tents, he determined to execute one of the boldest enterprises on record. He advanced full speed, with forty attendants whom he fired with the glory of the undertaking, towards the camp, which he was permitted to enter being taken for one of their own party. He continued his course to the usurper's tent, and then ordered his men to draw; who rushing into the great tent of audience, which was crowded with men of distinction, put all they met to the sword crying, "Victory to Sultan Balin?"

Togril, who imagined he was surprised by the imperial army cut his way through the tent behind, mounted a horse without a saddle, and fled towards the river. In the mean time, the gallant Malleck the brother of Mahommed pursued him to the river

হারা কেহই কোন কথা স্বীকার করিল না. পরে তাহারদের এক জনের মস্তকচ্ছেদন করিলে তাহারা ভয়ে স্বীকার করিল, যে এইক্ষণমাত্র আমরা বিপক্ষেরদের ছাউনি দুই ক্রোশ অগ্রে ছাড়িলাম.

মহম্মদ সেখানে আপনি গিয়া এক উচ্চ স্থানহইতে এক বৃহৎ মাঠে বিস্তীর্ণ তাহারদের তাবৎ ছাউনি দেখিলেন, এবং রাজবিরোধিরদের ছাউনির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবর্ণিত কর্ম্ম করিতে সসজ্জ হইলেন. তাঁহার সঙ্গী চল্লিশ জনের মনে এই বৃহৎ কর্ম্মের ঐশ্বর্য্যের সংভ্রম প্রবেশ করাইয়া তাহারদিগের সহিত অত্যন্ত বেগে ছাউনি প্রবেশ করিলেন ; এবং ছাউনির লোকেরা তাহারদিগকে আত্মীয় ভ্রম করিয়া প্রবেশ করিতে দিল. তিনি দক্ষিণ বামে না গিয়া তোগরলের ছাউনিতে গেলেন, ও আপন সৈন্যেরদিগকে অস্ত্র বাহির করিতে আজ্ঞা করিলেন. পরে তাহারা তোগরলের মজুরাগাহে দৌড়িল, সেখানে যত ওমরা লোক একত্র ছিল তাহারদের এক২ জনকে বালিনের জয় হউক এই শব্দ করিয়া কাটিতে লাগিল.

তোগরল ভাবিলেন যে বাদশাহের তাবৎ সৈন্য আক্রমণ করিয়াছে, এইপ্রযুক্ত আপন তাম্বুর পশ্চাদ্ভাগে এক দ্বার কাটিয়া বিনা জীনে অশ্বারোহণ করিয়া নদীপর্য্যন্ত পলায়ন করিল. ইতোমধ্যে মহম্মদের ভ্রাতা মোবারিক মালিক নদীর তীরপর্য্যন্ত

and shot him with an arrow as he was crossing it. Togril immediately fell from his horse, and Malleck, plunging into the stream, dragged him out by the hair and cut off his head. At that very instant, perceiving the approach of some of the enemy he concealed the head in the sand, and sending the body down the stream, began to bathe in the river.

Togril being no where to be found, and the panic having run through the whole army, the flight became general and none thought of any thing but his own safety. The Sultan arriving next day with the imperial army called to him the two gallant brothers, but instead of praising them, told them, that the rashness of their behaviour was inconsistent with their duty. In a few days, however he took them into favour, and conferred great titles and honours upon them.

Balin, returned to Bengal, and put every one of the rebel's family to death. He carried his cruelty so far, as to massacre a hundred Fakeers for having been in great favor with the rebel, who had made them a present of three maunds of gold. Balin appointed his son Kera king of Bengal, and bestowed upon him all the ensigns of royalty, and the spoils of

ক্সিয়া তোগরলের নদী পার হওনের সময়ে তাহাকে বাণ মারিল তোগরল তৎক্ষণাৎ ঘোড়াহইতে পড়িল, এবং মালিক জলের মধ্যে ঝম্প দিয়া তাহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তীরে আনিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিল. তখনি সেখানে বিপক্ষ সৈন্য দর্শন দিল, তাহাতে মালিক তোগরলের ছিন্ন মস্তক বালির মধ্যে লুকাইল ও শরীর জলে ভাসাইয়া আপনি কপট স্নানাদি করিতে লাগিল.

তোগরলের সন্ধান না পাওয়াতে তাহার সৈন্য সকল ভীতি পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল, এবং আপন২ রক্ষা ব্যতিরেকে কেহ কোন চিন্তা করিল না. পর দিন বাদশাহ বালিন সসৈন্য তৎস্থানে পঁহুছিলেন, এবং ঐ মহাকীর্ত্তিশালী দুই ভ্রাতাকে ডাকিলেন, এবং তাহারদের স্তব না করিয়া কহিলেন যে এমন অশ্রম সাহস কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে. কিন্তু কতক দিনের পর পুনর্ব্বার অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, ও অনেক সম্ভ্রম ও খেতাব দ্বারা তাহারদিগকে আচ্ছাদন করিলেন.

বালিন বঙ্গভূমিতে পুনঃ প্রত্যাগমন করিয়া তোগরলের তাবৎ পরিজন লোকেরদিগকে বধ করিলেন. এবং তিনি এইপর্য্যন্ত নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিলেন, যে পূর্ব্বে তোগরল যে কতক ফকীরকে অনুগ্রহ করিয়া আহারাদি দিত ও তিন মোন স্বর্ণ তাহারদিগকে দিয়াছিল তাহারদিগকে বালিন নষ্ট করিলেন. বালিন আপন পুত্র বীরাকে বঙ্গভূমির আধিপত্যে অভিষেক করিলেন,

Togril, except the elephants and treasure, with which he returned to Delhi. Balin was absent upon the expedition three years.

His eldest son having heard of his father's return to Delhi proceeded to visit him. And after three months, news was brought that the Moguls had invaded Mooltan. Mahommed hastened his departure to oppose them; but before he had taken leave, thinking he might never see him again, his father called him into a private apartment, and gave him a series of the most solemn instructions for his conduct both as a man and a monarch.

The prince immediately marched against the enemy, and having defeated and slain Mahommed, the chief of the Moguls, he recovered all the territories of which they had possessed themselves. Timur, of the family of Jenghis, who was at this time a prince of mighty renown, invaded Hindoost'han with twenty thousand chosen horse, to revenge the death of his friend Mahommed. Both armies drew up in order of battle, and engaged with great fury, for the space of three hours, but the Moguls were at length put to flight. Mahommed in his pursuit halted with five hundred attendants, to drink, and fell prostrate on

ও তাহাকে সকল রাজচিহ্ন দিলেন ও তোগরলের বাটী লুঠিয়া সংপত্তি সকল তাহাকে দিলেন, কেবল হাতী ও নগৎ টাকা আপনি লইয়া দিল্লীতে গেলেন. তাহার এই যুদ্ধেতে তিন বৎসর গত হইল.

বালিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহার দিল্লীতে পুত্যাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইলেন. তিন মাসের পর সমাচার আইল যে মোগলেরা মুলতান দেশ আক্রমণ করিয়াছে; তাহাতে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিতে সসজ্জ হইলেন; কিন্তু বিদায় হইবার পূর্ব্বে তাহার পিতা মনে ভাবিলেন যে ইহার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হওয়া দুর্ঘট. অতএব এক গুপ্ত কুটরীতে আপন পুত্রকে ডাকিয়া মানুষের ন্যায্য ও বাদশাহের ন্যায্য বিষয়ে দৃঢ়রূপে তাহাকে সুপরামর্শ দিলেন.

বাদশাহের ঐ পুত্র তৎক্ষণাৎ বিপক্ষ গণের পুতি গমন করিলেন, এবং মোগলেরদের অধ্যক্ষ মহম্মদকে পরাজয়পূর্ব্বক বধ করিলেন, ও তাহারা যে দেশাক্রমণ করিয়া স্বায়ত্ত করিয়াছিল তাহা সকল উদ্ধার করিলেন. জঙ্গীস খাঁয়ের বংশজাত অথচ তৎকালে অতিখ্যাত তৈমুর বাদশাহ আপন মিত্র মহম্মদের মরণের পুতিফল দিবার কারণ বিশ হাজার অশ্বারোহি সৈন্য লইয়া হিন্দুস্থানে পুবেশ করিলেন. উভয় সৈন্য সারিং হইয়া দাণ্ডাইল ও তিন ঘণ্টাপর্য্যন্ত ঘোরতর সমর করিল. কিন্তু মোগলেরা পরাজিত হইল ও মহম্মদ তাহারদের পশ্চাৎ দৌড়িতেং

the ground, he returned thanks to God for his victory. In the mean time one of the Mogul chiefs, who had concealed himself with two thousand horse, in a neighbouring wood, rushed upon Mahommed, and commenced a dreadful slaughter. The prince had just time to mount his horse; collecting his small party, and encouraging them by his example, fell upon his enemies.

After having thrice obliged them to give way at length he unfortunately received a fatal arrow in his breast, by which he fell to the ground, and in a few minutes expired. No dry eye was to be seen, from the meanest soldiers to the Omrah of high command. When the fatal news reached the old king, who was now in his eightieth year; life began to be a burthen to him.

Having a little recovered from his grief he sent for his son Kera, from Bengal, and appointed him his successor. At the same time insisting, that he should continue with him at Delhi till his death. To this Kera consented; but finding his father's illness was not likely soon to come to a crisis, he set out for Bengal without acquainting him with his departure. This undutiful behaviour in his son, threw the old man

পথের মধ্যে পাঁচ শত সৈন্য লইয়া এক স্থানে জল পানার্থে ক্ষণেক স্থির হইলেন এবং সেখানে আপন জয়ের কারণ ঈশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন. ইতোমধ্যে এক জন মোগল দুই হাজার সৈন্য সহিত নিকটবর্ত্তী এক বনে লুকাইয়াছিল, সে অকস্মাৎ বাহিরে আসিয়া মহম্মদের উপরে আক্রমণ করিল, ও সৈন্য কাটিতে আরম্ভ করিল. মহম্মদের কেবল ঘোড়ায় চড়িবার অবকাশমাত্র ছিল ; তিনি আপন অল্প সৈন্য লইয়া আপন কীর্ত্তিদ্বারা তাহারদিগের মনে সাহস জন্মাইয়া বিপক্ষের উপরে পড়িলেন.

তিনবার তাহারদিগকে পরাস্ত করিলেন, পরে এক শর বক্ষস্থলে বিদ্ধ হওয়াতে মহম্মদ ভূমিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন. তাঁহার মরণে প্রধান উজীর অবধি অতিক্ষুদ্র পদাতিকপর্য্যন্ত কাহারো চক্ষু শুষ্ক ছিল না. যখন এই বিপদের সম্বাদ অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ বাদশাহের নিকটে পঁহুছিল তখন তিনি আপন জীবনে অতিবিরক্ত হইলেন.

তাঁহার শোকের কিঞ্চিৎ অল্পতা হইলে বঙ্গভূমিহইতে আপন পুত্র কীরাকে আনাইলেন, এবং উত্তরাধিকার পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া মরণপর্য্যন্ত দিল্লীতে বাস করিবার আজ্ঞা করিলেন. ইহাতে কীরা সম্মত হইলেন, কিন্তু কিছু কালপরে যখন দেখিলেন যে আপন পিতার কিছু পীড়াদি বৃদ্ধি হইল না তখন তিনি পিতাকে না জানাইয়া বঙ্গভূমিতে গেলেন. বাদশাহ পুত্রের এই অপারমার্থিকতা দেখিয়া অশেষ দুঃখ সাগরে মগ্ন হইলেন.

into the deepest affliction. He sent for his grandson Kei Chosro from Mooltan, who hastened to his presence and a council of all the omrahs being called, the succession was changed in his favor, all of them promising to enforce Balin's last will in favor of the young prince. Balin expired in a few days, in the year 1286, after a reign of twenty-two years.

Immediately upon his death Malleck, chief Magistrate of Delhi, having assembled the Omrahs, assured them, that Chosro was a young man of a very violent untractable disposition, and therefore, in his opinion, unfit to reign; that the power of the prince Kera was so great in the empire, that a civil war was to be feared if the succession should not be continued in his family. He therefore, proposed as the father was absent, to elect his son Kobad, who was a prince of a mild disposition, and then at Delhi. So great was the influence of the minister, that he procured the throne for Kobad; and Chosro, glad to escape with life, returned to his former government at Lahore.

(To be continued.)

এবং মুলতানহইতে আপন পৌত্র খৌসরোকে আহ্বান করিলেন; তিনি অতিশীঘ্র সম্মুখবর্ত্তী হইলেন. পরে বাদশাহ ওমরার দের সভা একত্র করিয়া কীরার পরীবর্ত্তে তাহাকে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন. এবং সকল ওমরারা বাদশাহের চরম বাসনা স্থির রাখিতে বাদশাহের নিকটে অঙ্গীকার করিল. কতক দিন পরে বাইশ বৎসর রাজ্যশাসনের পর ১২৮৬ সনে বালিন মরিলেন.

তিনি মরিবামাত্র দিল্লী নগরের প্রধান অধ্যক্ষ মালিক ওমরার দিকে একত্র করিয়া কহিলেন যে খোসরো অতিযুবা ও অজিতেন্দ্রিয় এবং উগ্রস্বভাব, অতএব আমার জ্ঞানে তিনি রাজকর্ম্মের অযোগ্য. আরও কহিলেন যে রাজ্যে কীরার পরাক্রম এত যে তাহার পরীবর্ত্তে অন্যকে রাজ্য দিলে যুদ্ধ উপস্থিত হইবেক; অতএব তিনি এই পরামর্শ দিলেন যে কীরা এখন এখানে উপস্থিত না হওয়াতে তাহার পুত্র কোবাদ অতিনম্রস্বভাব এখানে উপস্থিত আছেন তাহাকে রাজ্য দেও. উজীরের এমত বশতা ছিল যে অনায়াসে কোবাদের নামে সকলেই অনুমতি দিল, এবং খোসরো প্রাণ লইয়া পলায়ন শ্রেয়ো জ্ঞান করিয়া আপন পূর্ব্বাধিকার লাহোরে গেলেন.

(ইহার শেষ কথা আগামী ভাগে দিবা জাইবে.)

The Bee.

The œconomy and instinct of Bees has always engaged the admiration of mankind, and is sufficiently remarkable and interesting to engage the attention of the reader.

We may consider a hive of bees as a well peopled city in which are commonly found from 15 to 18,000 inhabitants. This city is governed by a queen; the inhabitants being divided into two classes, the drones and the working bees. The coombs serve as magazines of stores and as nurseries for their young offspring. Between the coombs there is a space sufficient for two bees to march abreast without embarrassing each other.

The queen is easily distinguished from the other bees by the form of her body. All the bees form her retinue like dutiful subjects, and repair to the place she chooses. She is armed with a vigourous sting, but less passionate than her subjects, she only uses it when long provoked or when in contest for imperial sway. Never more than one remains in the hive, and she is always the conqueror. A hive of bees cannot subsist without a queen, as she alone produces their numerous posterity; which will account for their fidelity and attachment to their sovereign.

মধু মক্ষিকা.

মধু মক্ষিকার ব্যবহার ও জ্ঞান মনুষ্যেরদের মনে নিত্য আশ্চর্য্য হয়, এবং তাহা এমত সুশ্রাব্য যে শ্রোতারদের অবশ্য তুষ্টি জন্মায়.

মধু মক্ষিকার চাক প্রবৃদ্ধ নগরের মত জ্ঞান করি; তাহাতে পোনর হাজার অবধি আটার হাজার পর্য্যন্ত প্রজা থাকে, এই নগর নিত্য এক রাণীর শাসনের অধীন ; এবং তথাকার প্রজা দুই প্রকার এক অকর্ম্মণ্য ও অন্য কর্ম্মণ্য. তাহারদিগের ঘর আহারাদি সঞ্চয় করিবার, এবং আপনারদিগের সন্তানাদি প্রতিপালনের কারণ. প্রত্যেক কুটরীর মধ্যে এমত আয়ত পথ আছে যে দুই মক্ষিকা পরস্পর স্পর্শ না হইয়া যাতায়াত করিতে পারে.

রাণীকে অন্য মক্ষিকাহইতে আপন শরীরদ্বারা চিনা যায়, অন্য সকল মক্ষিকা প্রজার মত তাহার অনুচর, এবং যে স্থানে তিনি যান সে স্থানে সকল একত্র হয়. সে রাণীর আল অতিশক্ত কিন্তু আপন প্রজাহইতে কোমলতাপ্রযুক্ত অতিশয় বিরক্ত হইলে কিম্বা রাণী হওনের কারণ যুদ্ধ কালে সে আল বাহির করে. এক রাণীর অধিক এক চাকে থাকে না, এবং যে রাণী জয়িনী হয় সেই সেখানে থাকে. রাণী বিনা মক্ষিকারা কখনও থাকিতে পারে না, যেহেতুক সে রাণী একা সে চাকের সকল মধুমক্ষিকারদিগকে জন্মায়. সে রাণীর প্রতি তাহারদের কি পর্য্যন্ত ভক্তি ও প্রেম তাহা ইহাতে বুঝা যায়.

When a queen dies by accident, the bees immediately cease working, consume their own honey, fly about their own and other hives at unusual hours when other bees are at rest, and pine away, if not quickly supplied with another sovereign. Her loss is proclaimed by a clear and interrupted humming. If a new queen bee can be procured, the flock instantly revives; pleasure and activity are apparent through the whole hive; the presence of the sovereign restores vigour and exertion, and her voice commands universal respect and obedience.

The dissection of the queen-bee shews evidently that she lays many thousand eggs. It is computed that she contains more than 5,000 eggs at one time; hence it is not difficult to conceive that a queen bee may produce 10,000 or 12,000 bees, or even more, in the space of two months.

The common *drones* are smaller than the queen, and larger than the working bee, and in flying make a greater noise. They never go out till eleven in the morning, and return before six in the evening. But their expeditions are not those of industry; they have no sting; their bodies are not adapted for collecting wax and honey, nor indeed are they obliged to labour. They only hover upon flow-

রাণী যখন দৈবাৎ মরে তৎক্ষণাৎ মধুমক্ষিকারা আপনার দের সকল কর্ম্ম ত্যাগ করে, ও আপনারদের সঞ্চিত মধু খাইয়া ফেলে, এবং অনুপযুক্ত সময়ে যখন অন্য মক্ষিকারা শয়ন করিয়া থাকে তখন আপনারদের চাক ও অন্য চাকের চতুর্দ্দিকে তাহারা ভ্রমণ করে. যদি তাহারা অতিশীঘ্র অন্য রাণীপ্রাপ্ত না হয় তবে শুকিয়া মরে. তাহারা অশ্লিষ্ট শব্দদ্বারা ও অতিশয় গুনং ধ্বনিদ্বারা রাণীর মরণ প্রকাশ করে. নূতন রাণী পাইলে তাহারা পুনর্জ্জীবৎ হয় এবং চাকের মধ্যে আপন আহ্লাদ ও শ্রমপূর্ব্বক কর্ম্ম করে; রাণীসত্ত্বে তাহারদের বল উপস্থিত হয় ও রাণীর শব্দেতে তাহারদের মধ্যে মান্যতা প্রবেশ হয়.

রাণীর টিশরীর কালে দেখা যায় যে সে অনেক সহস্র ডিম্ব প্রসব করে. গণনা করিয়া বোধ হয় যে তাহার উদরের মধ্যে পাঁচ হাজার ডিম্ব এক কালে থাকে. অতএব দুই মাসের মধ্যে যে দশ কিম্বা বার হাজার অথবা ততোধিক সাবক প্রসব করিবে সে আশ্চর্য্য নহে.

অকর্ম্মণ্য মক্ষিকারা রাণীহইতে ক্ষুদ্র ও কর্ম্মণ্য মক্ষিকাহইতে বড়, এবং উড়িবার কালে তাহারা অধিক শব্দ করে. তাহারা নিত্য এগার ঘণ্টার পূর্ব্বে বাহিরে যায় না এবং বৈকালে ছয় ঘণ্টার পরে বাহিরে থাকে না কিন্তু তাহারদের যে গমন সে কর্ম্মের কারণ নহে. তাহারদের আল নাই ও তাহারদের শরীর মধু ও মোম একত্র করিবার কারণ সৃষ্ট হয় নাই, এবং তাহারদের কর্ম্ম করিবার আবশ্যক নাই, তাহারা পুষ্পের উপরে ক্রীড়ামাত্র

ers to extract the sweets, and all their thought is pleasure. Their office is to impregnate the eggs of the queen after they are deposited in the cells. While their presence is thus necessary, they are suffered to enjoy the sweets of life; but as soon as they become useless in the hive, the working bees declare the most cruel war against them and make a terrible slaughter of them. This war effects not only the drones but even the eggs and maggots; for the law extends equally to those who do not yet breathe as to those who do; the hive is cleared of every egg and maggot. After the season proper for increasing the number of bees is past, and when they should attend only to the supplying of their magazines with stores for the winter, every vestige of the drones is destroyed to make room for honey.

The *working bees* compose the greater body of the state. Upon them it devolves to take care of the hive, to collect the wax and honey, to work up the wax, to build the cells, to feed the young, and to drive off strangers. The working bee has two stomachs, one which contains honey and the second which contains crude wax.

There happen frequently either among those of the same or of different hives the most deadly feuds, in which their sting is their chief weapon, though the victory costs the victor his life if he happens to leave his sting in the body of his enemy, for death inevitably

করে ও আপন অভিলাষ পূর্ণ করে, এবং তাহারদের অভিলাষানু সারে কর্ম্ম করার চিন্তা সর্ব্বদা. রাণী যে ডিম্ব প্রসব করে তাহাতে তাপ দেওয়ামাত্র তাহারদের কর্ম্ম. যাবৎ তাহারদের থাকাতে প্রয়োজন তাবৎ তাহারদিগকে জীবনের সুখ ভোগ করিতে দেয়, কিন্তু যখন চাকে তাহারদের আর কোন প্রয়োজন না থাকে তখন কর্ম্মণ্য মক্ষিকারা তাহারদিগের সংহার করে; এবং ঐ যুদ্ধে কেবল তাহারামাত্র সংহারপ্রাপ্ত হয় এমত নয়, কিন্তু তাহারদের সজাতীয় ডিম্ব ও কীটও নষ্ট হয়; যেহেতুক নাশের ব্যবস্থা কেবল জীবৎ মক্ষিকার উপরে পড়ে তাহা নয়; কিন্তু অজীবন ডিম্বের উপরেও পড়ে; অতএব চাকহইতে প্রত্যেক ডিম্ব ও কীট দূর করা যায়. মক্ষিকারদের সন্তান জন্মিবার কাল গত হইলে এবং শীত কালের নিমিত্ত আপনারদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার কাল উপস্থিত হইলে, মধুর কারণ স্থান করিবার জন্যে অকর্ম্মণ্য মক্ষিকারদিগকে এমত উৎখাত করে যে তাহারদের চিহ্নমাত্র থাকে না.

এই মধুরাজ্যে কর্ম্মণ্য মক্ষিকা অধিকসংখ্যক. চাক রক্ষা করণ ও মোম ও মধু একত্র করণ ও মোম প্রস্তুত করণ ও কুটরী গাথন ও শিশু মক্ষিকা প্রতিপালন ও বিজাতীয়েরদের দূর করণ, তাহারদের কর্ম্ম. তাহারদের দুই উদর আছে তাহার একেতে সঞ্চিত মধু থাকে ও অন্যেতে অপ্রস্তুত মোম থাকে.

এক চাকের মক্ষিকা ও কখনং ভিন্ন চাকের মক্ষিকারদের মধ্যে অতিশয় ঘোরতর যুদ্ধ হয়, সেই সময়ে তাহারদের আলমাত্র অস্ত্র. সেই যুদ্ধে যদি কোন মক্ষিকার আল বিপক্ষ মক্ষিকার শরীরে

follows. Bees have very severe conflicts when the whole hive engages in a pitched battle and many are slain in both sides. Sometimes a queen is killed in battle; in this case, the bees of both hives unite as soon as her death is generally known, and become one people; the vanquished join the robbers and return every day with their new associates to pillage their old habitation. When the bees begin to work in their hives they divide themselves into four companies, one of which roves in the field in search of materials, another is employed in laying out the bottom and the partition of their cells; a third in making the inside smooth, while the fourth company brings food or relieves those who return with their respective burdens. Their diligence and labours are so great that in the course of a single day they are able to make cells which lie upon each other numerous enough to contain 3,000 bees.

In the plan and formation of these cells they discover the most wonderful sagacity. It is not easy to discover the peculiar manner of their working, for there are such a number in continual motion succeeding each other with such rapidity, that nothing but confusion appears to the sight. They work long and diligently, never intermitting their labour except to carry out of the cells the particles of wax

বদ্ধ হইয়া থাকে তবে তাহার জয় নির্ম্মূল যেহেতুক সে তখনি মরে. যখন দুই চাকের তাবৎ মক্ষিকা পরস্পর যুদ্ধ করে তখন সে যুদ্ধ অতিশয় প্রবল, এবং উভয় পক্ষীয় অনেক মক্ষিকা মারা যায়. ঐ যুদ্ধে কখনং এক রাণীও মরে, তাহার মরণ সম্বাদ প্রকাশ হইলে দুই চাকের মক্ষিকা একত্র মিলে ও একরাজ্য হয়. যাহারা পরাজিত হয় তাহারা জয়ী ব্যক্তির সহিত মিলে এবং আপনারদের নূতন মিত্রের সহিত প্রতিদিন আপনারদের প্রাচীন গৃহ লুট করিয়া লইয়া যায়. যখন মক্ষিকারা চাকের মধ্যে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে তখন তাহারা আপনারদিগকে চারি ভাগে বিভক্ত করে, এক ভাগ মাঠের আয়োজন অন্বেষণ করিতে যায়, দ্বিতীয় ভাগ আপনারদের ঘরের প্রস্তান করে ও প্রাচীর উঠায়, তৃতীয় ভাগ গৃহের মধ্য সমস্থল করে, চতুর্থ ভাগ ভক্ষ্য দ্রব্য আহরণ করে ও যাহারা বাহিরহইতে কোন মোট আনে তাহারদেরহইতে সেই মোট লয়. তাহারা এই মত মনোযোগপূর্ব্বক কর্ম্ম করে যে এক দিনের মধ্যে এক কুটরীর উপরে আর এক কুটরী গাথিতেং তিন হাজার মক্ষিকার বাসযোগ্য কুটরী প্রস্তুত করিতে পারে.

তাহারা কুটরীর পাশুলেখে ও গৃহ গুম্ফনে অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান প্রকাশ করে. তাহারা কি প্রকারে আপনারদের সূক্ষ্ম কর্ম্ম চালায় তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য, যেহেতুক সে চাকের মধ্যে চলনশীল এত মক্ষিকা আছে ও তাহারা এত শীঘ্র স্বংস্থান পরীবর্ত্ত করে যে মনুষ্যের দৃষ্টিতে গোলমালমাত্র জ্ঞান হয়. তাহারা অতিশমপূর্ব্বক কর্ম্ম করে, এবং তাহারদের গৃহ পরিষ্কার করিবার

which they take off in pollishing. These particles are not lost; others receive and employ them in other parts of the work. The crude matter which the bees obtain from the flower they bring home and eat by degrees. Sometimes three or four bees advance and ease the loaded bees by eating each of them a share. After this waxy matter has been swallowed, it is by the digesting powers of the bee converted into real wax, which after being disgorged is worked up into coombs. They have two sorts of stores; one containing honey laid up for the winter, the other intended for use in bad weather, or for those bees, who do not go abroad.

The queen bee is generally concealed in the most secret pa t of the hive and is never visible excepting when she lays her eggs in such coombs as are exposed to sight. When she does appear she is always attended by ten or dozen of the common sort who form her retinue and follow her wherever she goes, with a sedate and sober tread. She lays one egg in each cell, and goes on in this manner till she fills as many cells as she has eggs to lay, which are generally many thousands. Sometimes more than one egg is deposited in the same cell; when this is the case the working bees remove the supernumerary egg and leave only one in each cell. After this, the eggs go through the regular process till the complete bee is produced. When it has attended its full maturity

কালে যে বিন্দুং মোম নির্গত হয় তাহা বাহিরে ফেলিবার কালেমাত্র তাহারদের কর্ম্ম রোধ দেখা যায়. সে মোম নষ্ট হয় না কিন্তু অনাং মক্ষিকারা সেই মোম লইয়া অন্যং কর্ম্মে লাগায়. যে অপরিষ্কৃত পদার্থ তাহারা পুষ্পহইতে ধরে আনে তাহা তাহারা ক্রমেং ভক্ষণ করে. কখনং তিন চারি মক্ষিকা আসিয়া সেই ভারবাহক মক্ষিকার মধু খাইয়া তাহার ভার লাঘব করে. যখন তাহারা পুষ্পীয় পদার্থ ভক্ষণ করে ও তাহা পাক পাইয়া শুদ্ধ মোম নিষ্পন্ন হয় তখন তাহা নির্গত করিয়া গৃহ গাঁথে. তাহারদের ভাণ্ডার দুই প্রকার, এক শীত কালীন আহারের কারণ আর এক অসময়ের আহারের এবং কুঠরীতে কর্ম্মকারী মক্ষিকারদের নিমিত্তে.

মক্ষিকারদের রাণী চাকের সকলহইতে গুপ্ত স্থানে থাকে; চক্ষুর্গোচর কুটরীতে আসিয়া যে কালে ডিম্ব প্রসব করে তখনমাত্র সে লোকেরদের দৃষ্টিতে আইসে. যখন রাণী বাহিরে যায় তখন দশ বার মক্ষিকা তাহার অনুগামী হইয়া চলে. রাণী যে খানে যায় সেখানে তাহার সহিত গম্ভীররূপে চলে. রাণী প্রত্যেক কুটরীতে একং ডিম্ব প্রসব করে যাবৎ সকল ডিম্ব প্রসব না হয় তাবৎ একং ডিম্ব প্রসব করিয়া একং কুটরীতে ভরিয়া রাখে, তাহার সংখ্যা অনেকং সহস্র. যখন সে দুই ডিম্ব এক কুটরীতে প্রসব করে তখন কর্ম্মকারী মক্ষিকারা অধিক ডিম্ব অন্য স্থানে লইয়া রাখে, যেহেতুক এক কুটরীতে এক ডিম্বের অধিক থাকিতে দেয় না. ইহার পর সেই ডিম্ব ধারানুসারে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মক্ষিকা হয়, এবং পরিপূর্ণ বলপ্রাপ্ত হইলে

and strength, the rest of the bees gather round it and congratulate it on its birth and offer it honey from their own mouths. As soon as the cell is cleansed the queen bee deposits another egg, and five bees have been produced in the same cell, in the short space of three months.

When the hive is become too much crowded by the addition of the young brood, a part of the bees look out for a more commodious habitation and with that view single out the best of the young queens. As soon as the colony has arrived at the new habitation, the working bees labour with such diligence that they prepare coombs twenty inches long in twenty-four hours. As soon as the hive is settled the supernumerary queens are sacrificed, which generally raises a considerable commotion and occasions the death of several other bees. They anxiously provide against the entrance of insects by gluing up the smallest holes with wax, but if a snail or any other large insect should enter, they sting it to death and cover its body with a coat of wax to prevent the inconvenience which might arise from the putrefaction of so large an animal.

The large drones live but a little while, being destroyed without mercy. Writers are not agreed as to the age of the working bees; some maintain that they are annual, other suppose they live many years.

অন্য সকল মক্ষিকা তাহার চতুর্দ্দিকে আসিয়া তাহার জন্ম গুহণ [illegible]ক অনেক আমোদ পুমোদ করে ও আপনারদের মুখহইতে তাহা[illegible] পুদান করে; সেই কুটরী পরিষ্কার হইলে রাণী সেই কুটরীতে আর এক ডিম্ব পুসব করে, এবং যখন২ এমত হয় যে তিন মাসের মধ্যে এক কুটরীতে পাঁচটা মক্ষিকা জন্মে.

যখন শিশু মক্ষিকাদ্বারা চাক অধিক পূর্ণ হয় তখন মক্ষিকার এক ভাগ আপনারদের কারণ নূতন এক উপযুক্ত স্থান পসন্দ করে এবং যুবরাণীর মধ্যে আপনারদের মনোমত উৎকৃষ্ট রাণী পসন্দ করে. যখন মক্ষিকারা আপনারদের নূতন কুটরীতে পঁহুছে তখন তাহারা এমত মনোযোগপূর্ব্বক কর্ম্ম করে যে দীর্ঘে এক হাত গৃহ চব্বিশ ঘণ্টায় পুস্তুত করে. তাহারদের বসতিস্থান স্থির হইলে এক রাণীর অধিক যত রাণী সে সকলকে বধ করে, ইহাতে তাহারদের মধ্যে অতিঘোর যুদ্ধ হয় এবং অনেক মক্ষিকার প্রাণত্যাগ হয়. অন্য কীট পুবেশ করিতে না পারে এই জন্যে মোম দিয়া ক্ষুদ্র২ ছিদ্র রুদ্ধ করে. যদি শম্বুক কিম্বা আর কোন বড় কীট পুবেশ করে তবে তাহাকে আলদ্বারা বিদ্ধ করিয়া মারে, এবং এমত বৃহৎ কীটের শরীরের দুর্গন্ধ নিবারণের কারণ মোম দিয়া সে শব আচ্ছাদন করে.

অকর্ম্মণ্য মক্ষিকারা অল্পকালজীবী যেহেতুক তাহারা নির্দ্দয়তারূপে বধ করা যায়. কর্ম্মণ্য মক্ষিকার জীবনের কিছু স্থির নাই কেহ কহেন যে তাহারা বৎসরং মরে ও কেহ কহেন যে তাহারা অনেক বৎসর বাঁচে.

The handsome and deformed leg.

THERE are two sorts of people in the world who with equal degrees of health and wealth become the one happy and the other miserable. This arises very much from the different views in which they consider persons and events. In whatever situation men can be placed, they may find conveniences and inconvenience, in whatever company they may find persons more or less pleasing; in whatever climate they will find good and bad weather, under whatever government they may find good and bad laws.

Under these circumstances the two sorts of people above-mentioned fix their attention; those who are disposed to be happy upon the conveniences of things, the pleasant parts of conversation, the fine weather, the good laws, and those who are disposed to be unhappy, think and speak only of the contraries. Hence they are continually discontented themselves and by their remarks mar the pleasures of others and make themselves universally disagreeable. This disposition to be disgusted with every thing is unawares drawn into a habit, but may be cured if these persons are convinced of its bad effects upon their felicity; for as many are offended

সুশীপদ ও সশ্লীপদের কথা.

এই পৃ[illegible] মধ্যে দ্বিবিধ লোক আছে তাহারা তুল্য সুস্থতা ও ধন প্রাপ্ত হইয়াও কেহ সর্ব্বদা আনন্দে থাকে ও কেহবা নিরানন্দে থাকে. যে দুই বিপরীত ভাবে লোক ও বিষয় দর্শন করা যায় তাহাতে এই দুই স্বভাব জন্মে. সকল স্থানে কষ্ট ও অকষ্ট আছে, ওসকল সভার মধ্যে ভাল ও মন্দ লোক উভয় আছে, এবং সকল কাল ভাল ও মন্দ আছে এবং সকল রাজ শাসনের ভাল ও মন্দ ব্যবস্থা আছে.

এই রূপ নিয়ম সর্ব্বত্র থাকিলে ঐ সানন্দ নিরানন্দ দুই প্রকার লোক মনোরথ স্থির করে. যাহারা সদানন্দ হইতে ইচ্ছা করে তাহারা কর্ম্মের অকষ্টের উপরে এবং কথোপকথনের শিষ্টতার উপরে ও সুকালের উপরে এবং সুব্যবস্থার উপরে মনো নিবেশ করে, এবং যাহারা নিরানন্দ হইতে বাসনা করে তাহারা ইহার বিপরীতে চিন্তা করে ও উক্তি করে. এইহেতুক তাহারা আপনারা নিত্য বিরক্ত হয় ও অন্যের সুখহানি করে ও সকল লোককর্ত্তৃক ঘৃণিত হয়. সকল বিষয়ে বিরক্ত হইবার যে ইচ্ছা সে ক্রমে২ স্বভাব হয় কিন্তু ঐ স্বভাবযুক্ত লোকেরা যদি মনে করে যে ইহাতে আমারদের আনন্দ ন্যূন হয় তবে তাহারা সে স্বভাব ত্যাগ করিতে অবশ্য পারে. এইরূপ

by and no body loves this sort of people, no one shews them much respect, and this puts them out of humour and draws them into contention. They aim at obtaining some advantage in rank or fortune no one wishes them success or will speak a word to favor their pretentions. If they incur public disgrace no one will defend or excuse them. If these people will not change this bad habit and condescend to be pleased with what is pleasing it is good for others to avoid an acquaintance with them.

An old Philosopher who was grown very cautious in this particular avoided any intimacy with such people. He had, like other philosophers, instruments to shew him the heat of the weather, and to mark when it was likely to prove good or bad weather; but there being no instrument invented to discover, at first sight, this unpleasing disposition in a person, he, for that purpose, made use of his legs; one of which was remarkably handsome, the other, by some accident, deformed. If a stranger, at the first interview, regraded his ugly leg more than his handsome one, he doubted him. If he spoke of it, and took no notice of the handsome leg that was sufficient to

কোন ব্যক্তি প্রেম করে না সকলেই তাহারদের প্র... কেহ তাহারদের আদর করে না তাহাতে তাহারা ... বিরোধকারী হয়; যদি তাহারা উচ্চপদপ্রাপ্ত ... অথবা ধন পাইতে বাসনা করে ... কর্ম্ম সিদ্ধিতে কোনহ লোকের সম্মতি হয় না ও তাহারদের উপকারে কেহ এক কথাও কহে না. যদি তাহারা অন্যহইতে অপ... ভ্রমপ্রাপ্ত হয় তবে কোনহ ব্যক্তি তাহারদিগকে রক্ষা করে না ও তাহারদের কারণ উপরোধ করে না. যদি এইরূপ লোকেরা আপনারদের কুস্বভাবপরীবর্ত্ত না করে এবং স্বাভাবিক সুখদায়ক কর্ম্ম দেখিয়া তাহার দ্বারা যদি সুখপ্রাপ্ত না হয় তবে তাহারদের সহিত আলাপ রাখা অন্যের অনুপযুক্ত.

এক বৃদ্ধ পণ্ডিত এই বিষয়ে অতিশয় সতর্ক ছিলেন, তিনি এতাদৃশ লোকেরদের সহিত কদাচ আলাপ রাখিতেন না, অন্যং পণ্ডিতের মত শীত গ্রীষ্ম জানিবার কারণ ও কালের ভদ্রাভদ্র জ্ঞানের নিমিত্ত তাহার নিকটে যন্ত্র ছিল, কিন্তু প্রথমাবলোকনেতে লোকের ভদ্রাভদ্র স্বভাব জ্ঞানের জন্যে অন্য যন্ত্র না থাকাতে তি... পদ এই কর্ম্মের যন্ত্র করিয়াছিলেন যেহেতুক তাহা... সুদৃশ্য ও অন্য শ্রীপদযুক্ত ছিল. যদি কোন অপরিচিত ... প্রথম সাক্ষাৎকালে তাহার কুদৃশ্য পদে দৃষ্টি করিত তবে তাহার বিষয়ে তাহার সন্দেহ জন্মিত. যদি সে ব্যক্তি সুদৃশ্য পদের প্রতি মনোযোগ না করিয়া কুদৃশ্য পদের বিষয়

determine the philosopher to have no quaintance with him. Every body two-leged instrument, but every on attention, may observe signs of dispositi and take the same resolution ing the acquaintance of those inflicted with it. I therefore advise those querulous, discontented, unhappy people, that if they wish to be respected and beloved by others, and happy in themselves, they should *leave off looking at the ugly leg.*

Of the care of animals during Winter.

During winter, the industry, skill, and sagacity of man enables him to provide for the wants peculiar to the season, and to prevent the inconvenienc to which he is exposed. The various animals, birds, and insects who are unable to exercise this care for themselves are, preserved in winter from destruction by the care of Divine Providence. There is scarcely any thing more wonderful in the whole course of nature than the preservation of the irrational creation during the severity of winter, which season though far from being so peculiarly severe in this country, is in colder climates most rigid of all the seasons, and demand the care and attention which mankind can bestow to keep themselves comfortable.

That so many millions of quadrupeds, reptiles, fowls, insects and fishes should continue to exist in

কহিত তবে ঐ পণ্ডিত মনে নিশ্চয় করিতেন যে ইহার স[illegible]লাপ অকর্ত্তব্য. সকল লোকের এই দ্বিপদের যন্ত্র নাই [illegible]কল লোকেই অল্প মনোযোগ করিলেই অন্যের [illegible]ভাবের পরীক্ষা করিতে পারেন এবং [illegible]স্বভাব লো[illegible] নিশ্চিত হইলে তাহার সহিত আলাপ পরিত্যাগ করিতে পা[illegible]রেন. অতএব বিরোধকারী ও অসম্মত ও নিরানন্দ লোকের দের প্রতি এই পরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য যে যদি তাহারা অন্যের প্রিয় ও মান্য ও সুখী হইতে বাসনা করেন তবে [illegible]পদযুক্ত পদে দৃষ্টিপাত না করুন.

শীত কালে পশ্বাদির রক্ষা.

শীত কালে মনুষ্যবংশ আপন পরিশ্রম ও জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা তৎকালীন ইষ্ট উপার্জন করিতে পারে এবং তৎকালের সকল অনিষ্ট নিবারণ করিতে পারে ; কিন্তু যে নানা পক্ষী ও পশু ও কীট প্রভৃতি আপনারদের ইষ্ট চেষ্টা করিতে পারে না তাহারা সেই কালে ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিপদহইতে রক্ষা পায়. প্রকৃতির তা[illegible] ক্রিয়ার মধ্যে শীত কালের কাঠিন্যহইতে অজ্ঞান পশুর দের রক্ষা অত[illegible]শ্চর্য্য. এতদ্দেশে শীত কালের অধিক কাঠিন্য [illegible] কিন্তু উত্তর দেশে অন্য২ ঋতুহইতে শীতকালের অধিক [illegible] বোধ হয় এবং মনুষ্য যত মনোযোগ ও চেষ্টা করিতে [illegible]ারে সে সকল শীতকালে অধিক উপযোগী হয়.

লক্ষ২ চতুষ্পাদ ও কীট ও পক্ষী ও মৎস্য ইহারা যে শীতকালে

winter is a circumstance which must excite the astonishment of every reflecting mind. The greater part of the animals are provided with a covering by which they can easily withstand the cold, and procure their nourishment in winter as well as in summer. The bodies of the wild beasts which inhabit the deserts and forests are formed in such a manner that the hair which covers them falls off in summer, and being recovered towards winter enable them to bear the intense cold. Other kinds of animals find an asylum under the bark of trees, under old ruins, in the clefts of rocks and in the caverns of mountains, when the cold obliges them to quit their summer residence. Into these retreats, they previously convey a sufficient stock of materials to last them during winter. Others live on the fat they have amassed during summer, and others go into a profound sleep.

Nature has given to different kinds of Birds an instinct which leads them to change their climate at the approach of winter and they fly in large flocks, over rivers and mountains and woods to other countries where they continue till the approach of summer enables them to return to their mother country. Many animals which are not destined to travel, find notwithstanding in this season what is necessary to supply their wants. Birds know how to discover insects among the moss and in the clefts of the barks of trees. Other animals are obliged to

ই বিষয়ে জ্ঞানবান মনুষ্যের মহাআশ্চর্য্য রস জন্মে. অধিক ভাগের শরীরাবরণ আছে তাহাতে তা করিতে পারে ও গ্রীষ্মকালের মত শীত কা দের আহারাদি অন্বেষণ করিতে পা ... দের শরীর এমত নির্ম্মিত যে তাহারদের শরীরের রোম গ্রীষ্ম কালে স্খলিত হয় এবং শীতকালে পুনর্ব্বার জন্মানেতে তাহার দের শীত নিবারণ হয়. যখন শীতপ্রযুক্ত অনেং পশুরা গ্রীষ্ম কালের আশ্রয় ত্যাগ করে তখন তাহারা বৃহদ্বৃক্ষের ছালের নীচে কালক্ষেপ করে অথবা ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে অথবা পর্ব্বতের গুহার মধ্যে কিম্বা তাহার ভগ্ন স্থানের মধ্যে শীত ক্ষেপ করে. শীতাগমনের পূর্ব্ব তাহারা শীত কালভোগোপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য এই সকল আশ্রয়েতে সঞ্চয় করিয়া রাখে. অন্য পশুরা আপনারদের সঞ্চিত চরবির দ্বারা শীতকালে রক্ষা পায় এবং কোনং পশুরা ঐ শীত চারি মাস অচেতন হইয়া নিদ্রাতে থাকে.

ঈ নানাপ্রকার পক্ষিরদিগকে এমত জ্ঞান দিয়াছেন যে তাহার ... কালাগমনের প্রাক্কালে অন্যং দেশে যায়. এবং তাহা ... একত্র হইয়া পর্ব্বত নদী বনের উপর দিয়া উড়িয়া অ... দেশে যায়, এবং শীতকাল অতীত হইলে পুনর্ব্বার ঐ স্থানে আইসে. এবং শীতকালে দূর দেশে গমনাসমর্থ পশু ও পক্ষীরা শীতকালীন আপনং প্রয়োজনযোগ্য আহার ও শীত নিবারণ প্রাপ্ত হয়. ছাতার মধ্যে ও বৃক্ষের

search under the snow and ice for that wh
cessary for their support. Different k
sects, fowls and fishes shut up in ma
rivers frozen over are deprived of nou
ragh the water and are nevertheless prese
there are doubtless many other means which are still hidden from our eyes which Divine Providence may make use of for the preservation of animals.

ধ্যে পক্ষিরা শীতকালেও কীট অন্বেষণ করিতে
র কীট ও পক্ষী ও মৎস্য শীত কালে ঘোর
তে থাকে, এবং সেখানে আহার না করি
ং অন্যং অনেক প্রকার [illegible] চে
অগোচর পথ আছে তাহার দ্বারা ঈশ্বর শীতকালে তাহারদিগকে রক্ষা করেন।

Dig-Durshun.

No. XVI. APRIL, 1820. Vol. II.

Continuation of the History of Hindoost'han.

Kei Kobad.

When Balin was numbered with the dead, Kei Kobad his grandson, then in his eighteenth year, ascended the throne. He was a prince of an affable and mild disposition, and possessed a talent for literature. When he became master of his own actions, he gave a loose to pleasure; which when publicly known gave such an impulse to luxury and vice, that every shade was filled with scenes of debauchery, and every street rung with mirth and riot.

The king erected a villa on the banks of the river Jumna, and retired thither to enjoy his pleasure undisturbed, admitting no company but singers, players, musicians and buffoons. Nizam was raised to the dignity of chief secretary of the empire, who having thus obtained the reins of government and observ-

২ খণ্ড. এপ্রিল, ১৮২০. ১৬ ভাগ.

হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস.

কয়কোবাদ.

বালিনের মরণানন্তর তাঁহার পৌত্র কয়কোবাদ্ অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমসময়ে সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন. তিনি অতিশয় আমোদী ও কোমলস্বভাব ও বিদ্যোপার্জনাকাঙ্ক্ষী ছিলেন. পরে তিনি স্ববশ হইলে সুখচেষ্টাতে মগ্ন হইলেন; তাঁহার এই স্বভাব প্রকাশ হইলে প্রজারদের মধ্যে সুখবাসনা ও দুষ্ক্রিয়া এমত প্রচার হইল, যে প্রত্যেক স্থান কুৎসিৎ সুখজনক বিষয়েতে এবং প্রত্যেক পথ কৌতুকেতে ও আনন্দেতে পরিপূর্ণ হইল.

যমুনা নদীর তীরে ঐ বাদশাহ এক রাজগৃহ প্রস্তুত করিয়া অবাধিতরূপে সুখভোগের নিমিত্তে সেখানে বাস করিলেন, এবং গায়ক ও নর্ত্তক ও বাদক ও বিদূষকব্যতিরেকে সেখানে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিলেন না. অপর নিজাম্ নামক ব্যক্তি রাজার প্রধান কর্ম্মকারী পদে নিযুক্ত হইল, সে একরূপে আবদ্ধ রাজশাসন

ing the king buried up in his pleasures, began to take measures for clearing his own way to the empire. The first object of his attention was Chosro, whom he endeavoured to make as obnoxious as possible to the king, who was at length prevailed upon to entice Chosro to Delhi; but Nizam hired assassins to murder the unfortunate prince on the way. He also privately assassinated all the old servants of Balin, so that a general consternation was spread through the city; and though his power and influence was so great with the king, he began to be detested by all ranks. The next step of the traitor was to inspire the king with a jealousy of the Mogul troops, who had enlisted in great numbers in his service, pretending that in case of a Mogul invasion, they would certainly join their countrymen against him. The weak prince listened to these insinuations, and calling their chiefs one day together, he ordered them to be set upon by his guards and massacred.

In the mean time, prince Kera, the emperor's father, who had contented himself with the kingdom of Bengal, having heard how affairs were conducted at the Court of Delhi, wrote a letter to his son, warning him of his danger; but as his advice, like that of others, was of no weight with that vicious prince, he collected a great army, and marched towards Delhi, about two years after the death of Balin. Kei Kobad drew out his forces, and marched down to meet him,

হস্তগত দেখিয়া এবং বাদশাহকে সুখভোগাসক্ত দেখিয়া
সিংহাসনপ্রাপণার্থে আপন পথ পরিষ্কার করিতে লাগিল. প্র
থমতঃ ঐ নিজাম খোসুরোর উপরে কুযুক্তি করিল, এবং তাহার
প্রতি বাদশাহের দ্বেষ জন্মাইতে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা পাইতে লা
গিল. তাহাতে বাদশাহ খোসুরোকে দিল্লীতে আহ্বান করিলে প
থের মধ্যে নিজাম তাহাকে খুনির দ্বারা বধ করাইল. এবং বাল
নের অন্যং প্রাচীন চাকরেরদিগকে সে গুপ্তরূপে বধ করাইল, ই
হাতে তাবৎ নগরে ভয় ব্যাপিল, এবং বাদশাহের নিকটে তা
হার বড় পরাক্রম ও বশতা থাকিলেও সকল লোককর্ত্তৃক সে
ঘৃণিত হইল. অপর বাদশাহের সেবাতে যে বহুসংখ্যক মো
গল সৈন্য নিযুক্ত ছিল তাহারদের প্রতি ঐ রাজবিরোধী এই কু
মন্ত্রণাদ্বারা বাদশাহের ঈর্ষা জন্মাইল, যে অন্য মোগলেরা যুদ্ধ
করিতে আইলে আপন মোগল সৈন্যেরা স্বদেশস্থেরদের পক্ষ
হইবে. তাহাতে ঐ দুর্ব্বলবাদশাহ এই শঠতামিশ্রিত মন্ত্রণায়
বিশ্বাস করিয়া এক দিবস মোগল সেনাপতিরদিগকে ডাকাইয়া
স্বরক্ষার্থক সৈন্যদ্বারা তাহারদের সংহার করিলেন.

ইতোমধ্যে বাদশাহের পিতা কীরা যিনি বাঙ্গালার অধ্যক্ষতা
তে তুষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি দিল্লীর এই সকল ব্যবহার শুনিয়া আ
পন পুত্রের নিকটে পত্র পাঠাইয়া তাহার তাবিৎকষ্টবিষয়ে সুপ
রামর্শ দিলেন. কিন্তু ঐ অবোধ বাদশাহ অন্যং পরামর্শবৎ
আপন পিতার পরামর্শ হেয়জ্ঞান করিলে, ঐ কীরা বাঙ্গালার মর
শানন্তর দুই বৎসর গত হইলে মহাসৈন্য একত্র করিয়া দিল্লীর
প্রতি গমন করিলেন. তাহাতে কয়কোবাদ আপন সৈন্য সমা

encamping upon the banks of the Gazera. The old man, finding his army much inferior to that of his son, began to treat of peace, which rendered the young prince more haughty. In the mean time a letter arrived from his father, written in the most tender and affectionate terms, begging he might be blessed with one sight of him. This letter awakened nature, and Kobad gave orders to make preparations for visiting his father. The favorite attempted to prevent this interview, but finding the prince, for once, obstinate, he prevailed upon him to insist as emperor of Delhi upon the first visit.

The young monarch having prepared every thing for his father's reception in the most pompous manner, mounted his throne, and gave orders, that his father upon his approach should kiss the ground three times. The old man on his arrival at the first door, was ordered to dismount, and after having come in sight of the throne, was commanded to make his obeisance in three different places as he advanced.

Kera was so much shocked at this indignity, that he burst into a flood of tears; which being observed by the son, he could no longer support his unnatural insolence, but leaping from the throne, fell

রোহপূর্বক পিতার সহিত মিলনার্থে প্রস্থান করিয়া গঙ্গা নদীর তীরে ছাউনি করিলেন. পরে কীরা পুত্রের সৈন্যাপেক্ষা আপন সৈন্য অল্প দেখিয়া পুত্রের সহিত সন্ধি করিতে বাসনা করিলেন, ইহাতে যুবা বাদশাহ অধিক গর্বিত হইলেন. ইতোমধ্যে স্নেহ ও কোমলবাক্যপূর্বক লিখিত এক পত্র তাঁহার পিতার নিকট হইতে পৌঁছিল, তাহাতে এই যাচ্ঞা ছিল যে আপন পুত্রের সহিত একবারমাত্র দর্শন হয়, ঐ পত্রেতে কয়কোবাদের পিতৃস্নেহ ও ভক্তি পুনঃসঞ্জীবন হইল তাহাতে পিতার সহিত সাক্ষাৎ কারণার্থে উদ্যোগ করিতে আজ্ঞা দিলেন. তাহা দেখিয়া নিজাম উভয়ের মিলন নিবারণার্থে অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু বাদশাহকে এইবার স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া এই পরামর্শ দিল যে আপনি দিল্লীশ্বর, তিনি আসিয়া আপনার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করুন.

ঐ যুবা বাদশাহ আপন পিতার সহিত মিলিবার কারণ অতিশয় সমারোহপূর্বক সকল আয়োজন প্রস্তুত করিয়া সিংহাসনারোহণ করিয়া আজ্ঞা দিলেন, যে পিতা আগমন কালে তিনবার ভূমিপতিত হইবেন. অনন্তর বৃদ্ধ বাদশাহ প্রথম দ্বারে পঁহুছিলে তাঁহার ঘোড়াহইতে নামিতে আজ্ঞা হইল, এবং সিংহাসনের সম্মুখে পৌঁছিলে ক্রমে২ তিনবার সেলাম করিতে তাঁহার প্রতি আজ্ঞা দেওয়া গেল.

অপর ঐ কীরা এতদ্রূপ অপমানিত হওয়াতে তাঁহার [illegible] হইল. ইহা দেখিয়া তাঁহার পুত্র আপন অন্যায্যাহঙ্কারপূর্বক চলনে অক্ষম হইয়া তৎক্ষণাৎ সিংহাসনহইতে নামিয়া পিতার

on his face at his father's feet, and implored his forgiveness. The good old man melted with compassion, raised him in his arms, and hung weeping on his neck. The scene was so affecting on both sides, that the whole court were in tears. These transports being over, the young king helped his father to mount the throne, and paying him his respects, took his place at his right hand.

Public business being then discussed, every thing was settled in peace and friendship, and Kera returned to his own camp and set off for Bengal.

The king, on his return to Delhi, continued in his former course of pleasure. Soon after he fell ill, and then began to recollect the advice of his father, and to consider Nizam as the source of all his distress. The Omrahs dispatched him by poison, some say without the king's knowledge, while others affirm that it was done by his authority.

Mallek Feroze, the son of Mallek, chief of the Affghan tribe, called Chilligi, came at this time by the king's orders to court, and was honored with the title of Shaesta-khan.

চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন. তাহাতে ঐ ধার্ম্মিক বৃদ্ধ দয়াতে দ্রব হইয়া কয়কোবাদকে ক্রোড়ে করিলেন, ও তাহার স্কন্ধের উপরে আপন মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন. ঐ উভয়ের আচার দেখিয়া তাবৎ সভাস্থ লোকের এমত স্নেহ জন্মিল যে তাহারাও অশ্রুপাত করিতে লাগিল. এই সকল রোদনাদি সমাপ্ত হইলে ঐ কয়কোবাদ্ আপন পিতাকে সিংহাসনে আরোহণ করাইয়া আপনি স্বীয় সংভ্রমানুসারে তাঁহার দক্ষিণদিগে বসিলেন.

অনন্তর রাজকীয় কর্ম্মের কথোপকথন হইলে শান্তিপূর্ব্বক ও মিত্রতাপূর্ব্বক সকল বিষয় স্থির হইল. পরে তাঁরা আপন ছাউনিতে আসিয়া বঙ্গভূমিতে প্রস্থান করিলেন.

অপর বাদশাহ পুনর্ব্বার দিল্লীতে যাইয়া সুখাভিলাষে আসক্ত হইয়া পূর্ব্বমত কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন. পরে রোগযুক্ত হইয়া তিনি আপন পিতার সুপরামর্শ স্মরণ করিয়া নিজামকে আপনার তাবৎ দুঃখের মূল জ্ঞান করিতে লাগিলেন. অপর ওমরারা ঐ নিজামকে বিষপান করাইল, কেহ২ কহে যে বাদশাহের জ্ঞাতসারে ঐ কর্ম্ম হইল, কেহ২ কহে যে তাহার অজ্ঞাতসারে.

অনন্তর চিল্লীগী নামে আফগান্ জাতীয়েরদের অধ্যক্ষ মালিকের পুত্র মালিক ফীরোজ্ বাদশাহের আজ্ঞাতে সভাতে আইল, এবং সায়স্তাখাঁ পদে নিযুক্ত হইল.

Every Omrah of popularity or power, began now to intrigue for the empire, which obliged the friends of the Royal family to take Keimourse, a child of three years of age son to the reigning emperor, out of the Haram, and to set him upon the throne. The army upon this divided into two factions, who encamped on opposite sides of the city. The Tartars espoused the cause of the young king, and the Chilligies, a powerful tribe of Affghans, joined Feroze who had usurped the throne. The sons of Feroze, who were renowned for their valour, put themselves at the head of five hundred chosen horse, and making an assault upon the camp of the Tartars, cut their way to the royal tents, and seizing the infant king carried him off.

Feroze, in the mean time, sent an assassin to cut off the emperor Kobad, who lay sick at his palace on the banks of the Jumna. The villain found this unfortunate prince dying upon his bed, deserted by all his attendants. He beat out of him the poor remains of life with a cudgel; then rolling him up in his bed clothes, threw him out of the window into the river.

After the perpetration of this horrid deed Feroze ascended the throne, and assumed the title of Jellalud-deen. To complete his cruel policy he made

ঐ সময়ে প্রত্যেক পরাক্রমী ও প্রশংসাপ্রাপ্ত ওমরা সিংহাসন প্রাপণার্থে নানা কৌশল করিতে লাগিল, তাহাতে বাদশাহ্ বংশের অমাত্যগণেরা কয়কোবাদের তিন বর্ষবয়স্ক পুত্রকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া সিংহাসনে বসাইল, তৎপ্রযুক্ত সৈন্য দুই দল হইয়া নগরের উভয়পার্শ্বে আপনং ছাউনি করিয়া রহিল, তাহার মধ্যে তাতার দেশীয় সৈন্য শিশু বাদশাহের পক্ষপাতী হইল, এবং খিল্লিগী নামে পরাক্রমী আফগান্ জাতীয়েরা মালিক ফীরোজের পক্ষে হইল; ঐ ফীরোজ সে সময়ে সিংহাসন আক্রমণ করিয়া রহিয়াছিলেন. পরে তাহার সাহসেতে খ্যাত পুত্রেরা পাঁচ শত মনোনীত অশ্বারূঢ়ের অধ্যক্ষ হইয়া তাতারীয় সৈন্যের ছাউনিতে আক্রমণ করিল, ও তলবারদ্বারা পথ পরিষ্কার করিয়া বাদশাহের ছাউনিতে পঁহুছিয়া শিশু বাদশাহকে লইয়া গেল.

ইতোমধ্যে ফীরোজ কয়কোবাদ বাদশাহের বধার্থে একজন হত্যাকর্ত্তাকে পাঠাইলেন; কয়কোবাদ তৎকালে যমুনার তীরবর্ত্তি রাজগৃহে অসুস্থ হইয়া রহিয়াছিলেন. ঐ দুরাত্মা হত্যাকারী সে স্থানে গিয়া দেখিল যে ঐ দুর্ভাগ্য বাদশাহ্ শয্যার উপরে ম্রিয়মান এবং আপন অমাত্যগণকর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়া রহিয়াছিলেন, তাহাতে সে বাদশাহের মস্তকে দণ্ডাঘাতকরণদ্বারা তাহার স্বয়ং গমনোদ্যত প্রাণকে নির্গত করিল. পরে তাহার শরীর শয্যার বস্ত্রেতে আবৃত করিয়া গবাক্ষদ্বার দিয়া যমুনাতে নিক্ষেপ করিল.

এই নির্দয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে ফীরোজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জলালুদ্দীন নাম গ্রহণ করিলেন. ও নিষ্কণ্টকে রাজ্য করণে

away with the young prince, that he might reign with the fuller security. Thus ended the dynasty of Goar and commenced that of Chilligi.

This great revolution happened in the year 1289, the reign of Kobad continuing somewhat more than three years. The tribe of Chilligi, of whom Feroze was descended, inhabited the mountains on the confines of Persia. They made war their trade and always served as mercenaries under any power that chose to employ them. Feroze was seventy years of age when he mounted the Musnud; he then entirely laid aside his cruelty, and became remarkable for his humanity and benevolence. Having little confidence in the loyalty of the people of Delhi, he resided always at Kiloghur, which he strengthened with works, and adorned with fine gardens, and beautiful walks on the banks of the river.

The citizens of Delhi, however, perceiving the wisdom, lenity, and justice of the king, were gradually weaned from their attachment to the old family, and became friends and supporters of his government. Feroze himself gave great encouragement to the learned of that age. In the second year of his reign Chidjee, nephew to Balin, and nabob of Kurrah, in alliance with Halim, nabob of Oude, assumed the ensigns of royalty, and struck the currency in his own name. Intelligence of this insurrection ar-

ছলেতে ফীরোজ ঐ তিনবর্ষবয়স্ক বালককে নষ্ট করিলেন; এতদ্রূপ গোরের বংশের রাজত্ব অস্তগত হইয়া চিল্লীগীর বংশের রাজ্যোদয় হইল.

রাজ্যের এই মহাউপপ্লব বার শত উননব্বুই সনে হইয়াছিল. কয়কোবাদ কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর রাজ্য করিলেন. চিল্লীগীরদের যে বংশহইতে ফীরোজ জন্মিয়াছিলেন তাহারা পারশী দেশের সীমাবর্ত্তি পর্ব্বতের উপরে বাস করিল. যুদ্ধই তাহারদের ব্যবসায়, এবং যে কোন রাজা তাহারদিগকে বেতন দিতেন তাহার পক্ষপাতী হইয়া যুদ্ধ করিত. ঐ ফীরোজ সপ্ততিবর্ষ বয়সের কালে সিংহাসনাক্রমণ করিলেন. পরে তিনি সকল নির্দ্দয়তা ত্যাগ করিয়া দয়ালুত্ব ও সুজনতাদ্বারা অভিখ্যাত হইলেন. অপর ঐ ফিরোজ দিল্লীর লোকেরদের ভক্তিতে বড় বিশ্বাস না করিয়া কয়লোগড় নামে দুর্গেতে বাস করিলেন. সে দুর্গ তিনি প্রস্তরদ্বারা অতিদৃঢ় করিলেন, এবং উত্তম উদ্যানদ্বারা ও নদী তীরে অত্যুৎকৃষ্ট পথদ্বারা সুশোভিত করিলেন.

কিন্তু দিল্লী নগরস্থ লোকেরা বাদশাহের জ্ঞান ও কোমলতা ও যাথার্থ্য দেখিয়া ক্রমে২ প্রাচীন বংশের প্রতিচ্যুতভক্তি হইয়া নূতন বংশের প্রতি মিত্রতা ও আনুকূল্য করিতে লাগিল. ফীরোজ স্বয়ংই তৎকালীন জ্ঞানবান লোকেরদের অতিসমাদর করিলেন. তাঁহার বাদশাহীর দ্বিতীয় বৎসরে কোরার নবাব বালিনের ভ্রাতৃপুত্র চিজ্জী অযোধ্যার নবাব হামিমের সহিত যোগ করিয়া বাদশাহের চিহ্নধারণ করিল, ও আপননামে মোহ

riving in the capital, Feroze collected his forces, and marched out to meet the rebels. He placed the Chilligian cavalry, under the command of Arkilli his son, who encountering the enemy about twenty-five miles from the city, defeated them. And having taken several Omrahs prisoners in the pursuit, mounted them upon camels, hung branches round their necks, and in that plight sent them to his father. Feroze on seeing them, immediately ordered them to be unbound, and an elegant entertainment to be provided, repeating a verse to this purpose: "That evil for evil was easily returned, but he only was great who could return good for evil." He then ordered them to retire, in full assurance of his forgiveness.

This lenity of the king gave great umbrage to the Omrahs of Chilligi, and they advised him to adopt the policy of Balin, who never pardoned a traitor. They desired, that at least a needle might be passed through the eyes of Chidjee, as an example to others. If that was not done, they averred, that treason would soon raise its head in every quarter of the empire; and should the Tartars once gain the superiority, they would not leave the name of Chilligi in Hindoost'han. The king answered, "I am now an old man, and wish to go down to the grave

র জারি করিল. এই বিষয়ের সমাচার দিল্লীতে পঁহুছিলে ফীরোজ সৈন্য একত্র করিয়া বিপক্ষেরদের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন, তিনি চিল্লীগীয় অশ্বারোহিরদিগকে আপন পুত্র আরকিল্লীর অধীনে পাঠাইলেন, ঐ আরকিল্লী নগরহইতে সাড়ে বারো ক্রোশ পথ অন্তরে বিপক্ষেরদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহারদিগকে পরাজিত করিলেন, এবং তাহারদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহারদের কতক ওমরারদিগকে ধরিয়া উষ্ট্রের উপরে আরোহণ করাইয়া তাহারদের গলে বৃক্ষের শাখা বান্ধিয়া তদবস্থাতে আপন পিতার নিকটে পাঠাইলেন. পরে ফীরোজ তাহারদিগকে দেখিবামাত্র তাহারদের বন্ধন মোচন করাইয়া তাহারদিগকে উৎকৃষ্টরূপে ভোজন করাওত এই কাব্য শুনাইলেন, যে মন্দের প্রতি মন্দ অনায়াসে করা যায় কিন্তু যে ব্যক্তি মন্দের প্রতি ভাল করে সে কেবল মহৎ. অনন্তর তিনি তাহারদের সকলের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহারদিগকে বিদায় করিলেন.

বাদশাহের ঐ কোমলাচারেতে চিল্লীগীয় ওমরারা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইল, ও বলিল যে কদাচ বিপক্ষ লোকের প্রতি ক্ষমা করিলেন না, তাদৃশ কর্ম্ম করণে পরামর্শ দিলেন. এবং তাহারা এই যাক্রা করিল যে অন্যেরা ভয়ান্বিত হয় তৎপ্রযুক্ত চিজ্জীর চক্ষুতে অন্ততঃ শলাকা প্রবেশ করাউন, যদি এমত না করেন তবে রাজ্যের প্রত্যেক ভাগে অসন্মত লোকেরা অবশ্য মস্তক তুলিবে. এবং যদি তাতারীয়েরা বৰ্দ্ধিষ্ণু হয় তবে হিন্দুস্থানের মধ্যে চিল্লীগীর নামও রাখিবেক না. তাহাতে বাদশাহ এই প্রত্যুত্তর করিলেন, যে আমি রাজ্যার্থে অতএব রক্তপাত না করিয়া

without shedding blood." This behaviour of the emperor had soon the effect which the Chilligian chiefs foresaw. The streets and highways were infested by banditti, and villainy became almost a trade in the empire, while insurrections were heard of in every province.

The omrahs of Chilligi alarmed at these proceeding, began to consult about deposing Feroze, and for this purpose held a meeting one day at an entertainment; but having intoxicated themselves, they began openly to talk of assassinating the emperor. While they were in this situation, one of the company privately withdrew, and running to Feroze repeated every particular of what he had heard. The emperor immediately ordered a guard to surround the house, who, having seized the Omrahs, brought them all before him. Having upbraided them with their treason, he drew his sword, and throwing it upon the ground challenged the boldest of them to wield it against him; but they fell upon their faces, and remained silent and confounded. He then upbraided them for their conduct, and advising them to behave better for the future, dismissed them with his pardon.

In the year 1291 one of the kinsman of Hallacu, invaded Hindoost'han with ten tomans of Moguls. Feroze collected his army, and moved forward to op-

মৃত্যুর আশ্রয়ে যাইতে বাসনা করি. বাদশাহের এই রূপ ক্রিয়াতে দিল্লীর অধ্যক্ষেরা যে ভাবি বিষয় কহিয়াছিল সেই প্রত্যক্ষ হইল; সকল পথ ও রাজমার্গ দস্যুব্যাপ্ত হইল, এবং রাজ্যের মধ্যে দস্যুতা এক ব্যবসায় হইল, এবং প্রত্যেক প্রদেশে উপপ্লবের শব্দ উঠিল.

দিল্লীর ওমরারা এই সকল ক্রিয়াহেতুক ভয়যুক্ত হইয়া ফীরোজকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিবার পরামর্শ করিতে লাগিল, এবং তন্নিমিত্ত এক দিবস নিমন্ত্রণ স্থলেতে একত্র হইল ও সেই স্থানে যথেষ্ট মদ্যপানপূর্ব্বক মত্ত হইয়া রাজার বধের বিষয়েতে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রণা করিতে লাগিল. এই অবস্থা সময়ে ঐ পরামর্শি লোকেরদের মধ্যে এক জন অতিশীঘ্র ফীরোজের নিকটে গিয়া সকল বৃত্তান্ত জানাইল. ফীরোজ তাহা শুনিয়া তৎক্ষণে সৈন্য দ্বারা পরামর্শস্থল বেষ্টন করিয়া ওমরারদিগকে ধরিয়া আপন সম্মুখে আনিলেন ও তাহারদিগের কৃতঘ্নতা জন্য অনুযোগ বাক্য কহিয়া তাহারদিগের সম্মুখে মৃত্তিকাতে আপন তলোয়ার নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, যে তোমারদিগের মধ্যে অধিক বল বুদ্ধি ও শূরত্ব যাহার থাকে সে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; ইহা শুনিয়া তাহারা চিত্রার্পিত হইয়া রহিল. অনন্তর বাদশাহ্ তাহারদিগকে লজ্জা দিয়া ও তৎপর সুরীতিগ্রহণ স্বীকার করাইয়া উপস্থিতাপরাধ ক্ষমাপূর্ব্বক বিদায় করিলেন.

সন ১২৯১ সালে হালাকুর এক কুটুম্ব দশ তমাম মোগল সৈন্য লইয়া হিন্দুস্থান আক্রমণ করিলেন; ফীরোজ আপন সৈন্য

pose them. The Moguls after an obstinate contest, were overthrown, many of their chiefs killed. To Hallacu, and the rest of the Moguls who became true believers, was allotted a certain district near the city, where they built for themselves houses, and raised a considerable town, known by the name of Mogulpullee.

In the mean time Alla-ood-deen, the king's nephew requested permission to march against the Hindoos of Bilsa, who infested his province. Having obtained leave, he marched thither the same year, took Bilsa and having pillaged the country, returned with much spoil, part of which was sent as a present to the emperor; and among other articles a large brazen idol, which was thrown down at the Budaoon gate.

(To be Continued.)

Of the Great famine in Bengal.

The chief produce of Bengal is rice, of which a considerable part is exported into other countries. By various accidents, however, the crop sometimes fails and a famine ensues; of these there have been many instances in Bengal as well as in other parts of Hindoost'han. One of the most deplorable of this kind happened in the year 1770. The Na-

একত্র করিয়া তাহারদের বারণার্থ যাত্রা করিলেন. অতিশক্ত যুদ্ধানন্তর তাহারা পরাজিত হইল ও তাহারদের অনেক সেনাপতি হত হইল. হাল্লাকু ও যে অন্যং মোগলেরা মহম্মদে বিশ্বাসী হইল তাহারদিগকে নগরের নিকটে রাজা এক প্রদেশ দিলেন, সেখানে তাহারা গৃহাদি প্রস্তুত করিয়া এক প্রসিদ্ধ নগর বসাইল ও তাহার নাম মোগলপল্লী রাখিল.

ইতোমধ্যে বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্র আলাউদ্দীন স্বদেশে রহী রাজ্যকারি ভিল্লাস্থিত হিন্দুরদের সহিত যুদ্ধ করিবার কারণ বাদশাহের নিকটে প্রার্থনা করিলেন. তিনি বাদশাহের আজ্ঞানুসারে সেই বৎসর যাত্রা করিয়া ভিল্লা নগর লইলেন ও সে দেশ লুট করিয়া অনেক সম্পত্তি সমেত পুনঃ প্রত্যাগমন করিলেন, ও লুণ্ঠিত ধনের কতক ভাগ বাদশাহের নিকটে পাঠাইলেন; তাহার মধ্যে এক পিত্তলময়ী মহাপ্রতিমা ছিল তাহা বদাউনের সিংহদ্বারে ফেলা গেল.

(ইহার শেষ কথা আগামী ভাগে দেওয়া যাইবেক.)

বঙ্গভূমির মহাদুর্ভিক্ষ.

বঙ্গভূমির প্রধান উৎপন্ন বস্তু ধান্য, তাহার অনেক অন্যং দেশে প্রেরিত করা যায়, দৈবাৎ কখনং ফসল না জন্মিলে দুর্ভিক্ষ হয়. এইরূপ দুর্ভিক্ষ বঙ্গভূমিতে ও হিন্দুস্থানের অন্যং ভাগে কখনং হইয়াছিল. সন ১১৭৬ সালে বাঙ্গালা দেশে এইরূপ অতিঘোর

bob and several other great men distributed rice gratis to the poor until their stock began to fail, when those donations were of consequence withdrawn. Vast multitudes then came down to Calcutta, the principal English settlement in the province, in hope of meeting with relief. The granaries of the Company however, being quite exhausted none could be afforded; so that when the famine had prevailed a fortnight, many thousands fell down in the streets and fields, whose bodies, mangled by dogs and vultures, corrupted the air and seemed to threaten a plague as the consequence of the famine. A hundred people were daily employed on the part of the Company, with doolees, sledges and bearers to throw the bodies into the river. The fish could not be eaten, the river being so full of carcases; and many of those who ventured to feed upon them died suddenly.

In the month of August a most alarming phenomenon appeared at a distance in the air, of a large black cloud, which sometimes obscured the sun, and seemed to extend a great way over and above Calcutta. The hotter the day proved, the lower the cloud seemed to descend, and for three days it occasioned great speculation. On the third day, the weather being very hot and cloudy, it descended so low as to be plainly seen. It was found to be a

দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তৎকালে নবাব ও অন্যং ভাগ্যবান্ লোকেরা দরিদ্র লোকেরদের মধ্যে অনেক তণ্ডুল দান করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহারদের ভাণ্ডার শূন্য হওয়াতে দান নিবৃত্ত হইল. ইহাতে অনেক দুঃখি লোক জীবনোপায় প্রত্যাশাতে তৎকালীন ইংলণ্ডীয়েরদের প্রধান বসতিস্থান কলিকাতায় আইল. কিন্তু তখন কোম্পানীর ভাণ্ডারে দ্রব্যাভাবপ্রযুক্ত আহারদের কোন উপায় হইল না. ইহাতে যে দুর্ভিক্ষারম্ভের দুই সপ্তাহ পরে সহস্রং লোক রাজপথে ও মাঠেস্থানেং পড়িয়া মরিল. এবং কুক্কুর ও শকুনিদ্বারা ঐ সকল মৃত শরীর ছিন্নভিন্ন হওয়াতে বায়ু অনিষ্টকারী হইল, তাহাতে সকলের ভয় জন্মিল যে এই দুর্ভিক্ষের পশ্চাৎ মহামারী আসিতেছে. কোম্পানীর প্রেরিত এক শত লোক নিযুক্ত ছিল, তাহারা ডুলি ও ঝোড়াদ্বারা ঐ সকল মৃত শরীর নদীতে ফেলিত, তৎপ্রযুক্ত নদীর জল এমত শবেতে পুরিল যে তাহার মৎস্য অখাদ্য হইল, এবং অনেক মৎস্যভোজী তৎক্ষণাৎ মরিল.

তৎসময়ে আগষ্ট মাসে অতিদূর আকাশে একটা ভয়ানক দুর্লক্ষণদর্শন হইল ; তাহার বর্ণ কৃষ্ণ মেঘের ন্যায়, সে কখনং সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিল, এবং কলিকাতার উপরি তাহা অনেক দূরপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইল ; যে দিন অতিশয় গ্রীষ্ম সেই দিন ঐ মেঘ নীচে দৃষ্ট হইল, তাহাতে তিন দিনপর্য্যন্ত লোকেরদের অনেক ভাবনা জন্মিল. তৃতীয় দিবসে মেঘাবৃত ও অতিশয় গ্রীষ্ম হইলে ঐ কৃষ্ণ মেঘ এত নীচে আইল যে সকলে সুন্দর রূপ

cloud of locusts about the size of a horse-stinger, with a long red body, large head and eyes. They kept close together like a swarm of bees, and to appearance flew quite in a line, though none were caught as the people were too much alarmed. Whilst it rained they continued in one position for nearly a quarter of an hour; they then rose five or six feet at once, and in a little time descended as much until a strong north-west wind came on which blew for two days successively. During its continuance they ascended and descended, but more precipitately than before; but the next morning the air was completely free from them. For some days before the cloud made its appearance, the toads, frogs, and insects, which during the rains had made a continual noise through the night, completely disappeared and were neither heard nor seen, except in the river.

This dreadful famine was occassioned by a preternatural draught. In this country there are two harvests; one called the *little harvest*, which consists of the smaller grain; the second called the *grand harvest*, which consists of rice. But by a draught which happened in 1769, the great harvest of that year failed, as did also the one of 1770, which produced the dreadful consequences already mentioned.

This famine is still remembered by the natives of Bengal, and many of the aged mention the events of

দর্শন করিতে পাইল, তখন বিশেষরূপে জানা গেল যে দংশ কীটের মত বড় পতঙ্গ রক্তবর্ণশরীর ও মস্তক ও চক্ষু বড় ও মধু মক্ষিকার মত শ্রেণীবদ্ধ উড়িবার সময়ে অতিধ্বজ দেখার ন্যায়; কিন্তু তাহাহইতে লোকেরদের এমত ভয় হইল যে কেহ তাহার একটাকেও ধরিল না. সাঁইত্রিশ পলপর্য্যন্ত বৃষ্টি সমকালীন সকলে এক স্থানে নিশ্চিন্ত রূপে রহিল. পরে চারি হস্ত উর্দ্ধে উঠিল এবং কিঞ্চিৎকাল পরে তত নামিল, পরে বায়ু কোণহইতে একটা বায়ু উঠিয়া দুই দিনপর্য্যন্ত থাকিল, ঐ বায়ুসম্বন্ধে পূর্ব্ব মত উঠিল ও নামিল কিন্তু অধিক শীঘ্রুরূপে. তাহার পর তিন দিন অতিপুষ্কলে আকাশ শূন্য দেখা গেল. এই মেঘদর্শন হওনের পূর্ব্ব কতক দিন ভেক ও কীটাদি রাত্রিকালে বৃষ্টি পতন সময়ে অবিরত শব্দ করিয়াছিল, তাহারা এককালে এমত অদৃশ্য হইল যে নদীভিন্ন আর কোনখানে তাহারা দেখা গেল না ও শুনা গেল না.

এই মহাদুর্ভিক্ষ জলাভাবপূর্ব্বক হইয়াছিল. বঙ্গভূমিতে দুই ফসল জন্মে, এক ফসল ক্ষুদ্র শস্য ও অন্য মহাফসল ধান্যাদি. কিন্তু ১৭৬৯ সালে জলাভাবপূর্ব্বক মহাফসল ধান্যাদি জন্মিল না, এবং সন ১৭৭০ সালেও ক্ষুদ্র ফসল জন্মিল না ইহাতেই পূর্ব্ব লিখিত দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছিল.

এই দুর্ভিক্ষ অদ্যাপি বঙ্গভূমিস্থ লোকেরদের মনহইতে লুপ্ত হয় নাই. এবং অনেক বৃদ্ধ লোকেরা আপনারদের যৌবনকা

their youth as having happened either before or after it. An English gentleman of high rank in Calcutta, made every effort to collect grain for gratuitous distribution. The wretchedness of the people occasioned many to sell their children for rice, who obtained by this means a temporary relief at the expense of the finest feelings of humanity. This gentleman ordered his servants to purchase every child thus offered, and to provide for its maintenance during the scarcity, by which means many hundred children were brought under his care and preserved from the jaws of famine. On the return of plenty, he proclaimed throughout the country that all those who were desirous of receiving back their children, might obtain them freely. It is remarkable, that of all those who had thus sold their offspring, only one poor old woman returned to claim her son, who was both deaf and dumb.

Of the Comets.

The comets appear at certain intervals in the heavens with an aspect very different from the planets; they are very numerous and no fewer than four hundred and fifty are supposed to belong to our solar system. They are called comets from their having a long tail; this however is not always the case, for some comets have appeared as round as

শ্রীম ক্রিয়ার সময় সেই দুর্ভিক্ষ বৎসরদ্বারা গণনা করেন, সেই সময়ে কলিকাতার উচ্চপদস্থ এক জনইংগ্রেজীয় সাহেব দানার্থে তণ্ডুল সঞ্চয় করিতে উদ্যোগ করিলেন, এবং লোকেরা স্বং আহারার্থে স্বং সন্তান বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল, ইহাতে সেই বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ কালের আহারমাত্র তাহারা পাইল. ঐ সাহেব আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে যত বালক বিক্রয় করিতে আসিবেক তাহারদিগকে ক্রয় কর, এবং যাবৎ দুর্ভিক্ষ থাকিবেক তাবৎ তাহারদিগকে আহার দেও. ইহাতে অনেক শত বালক তাঁহার দয়াপূর্ব্বক মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল. পুনর্ব্বার সুভিক্ষকাল হইলে সর্ব্বত্র ঘোষণা দিলেন যে যে২ লোকের সন্তান আমার এখানে আছে তাহারা লইতে চাহিলে বিনা মূল্যে তাহারদিগকে পাইবেক. এই আশ্চর্য্য যে ইহা শুনিয়াও পুত্র লইতে কেহই আইল না, কেবল এক বৃদ্ধা স্ত্রী বধির ও বোবা আপনার পুত্রকে লইতে আইল.

ধূমকেতু বিষয়ে.

আকাশ খণ্ডে কোনং সময়ে ধূমকেতু দর্শন হয়, কিন্তু গ্রহ হইতে তাহারদিগের আকৃতির অনেক বৈলক্ষণ্য. তাহারা অধিকসংখ্যক এবং আমারদিগের সৌর জগতে অনুমান চারি শত পঞ্চাশের ন্যূন নহে. তাহারদের নাম ধূমকেতু যেহেতুক তাহারদিগের দীর্ঘ লাঙ্গুল আছে, কখনং বিনা লাঙ্গুলে গ্রহের ন্যায় গোলাকৃতি দর্শন হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহারদিগের চতুর্দ্দিগ

the planets; but in general they have a luminous matter diffused around them or projecting from them. They often appear in a direct line towards the sun as though they were going to fall into his body; and after having disappeared for some time in consequence of their proximity to him, fly off on the other side as fast as they came, projecting a tail much greater and brighter in their recess from that luminary than when they approach him. Their apparent magnitude is very variable; sometimes they appear only of the bigness of the fixed stars; at other times they equal the diameter of Venus and sometimes even of the Sun and Moon. Their apparent motion is also very unequal; sometimes appearing to go forward, sometimes backwards, and sometimes to be stationary. A comet is generally attended with a tail whereby it is distinguished from a star or planet, though of some comets the tail alone has been visible. As the tail is owing to the heat of the sun, it grows larger as the comet approach near to, and shortens as it recedes from that luminary.

There are two comets, viz. those of 1680, and 1744, that deserve a more particular account. The comet of 1680 was remarkable for its near approach to the sun; so near that in its perihelion it was not above a sixth part of the diameter of that luminary from the surface of it. The comet of 1744

ব্যাপ্ত কিম্বা পশ্চাদ্ভাগহইতে নির্গত জ্যোতির্ময় এক পদার্থ আছে সে কখনং সূর্য্যের প্রতি অভিমুখে থাকে. অনুমান হয় যে সূর্য্যের পরিধিমধ্যে প্রবেশ করিতেছে সূর্য্যের অত্যাসন্নপ্রযুক্ত কিছু কাল অদৃশ্য হয়, পরে যেরূপ বেগে সূর্য্যের প্রতি গমন করে; তাহার অধিক বেগে সূর্য্যহইতে পরাবৃত্ত হয় ও সূর্য্যের নিকট ভ্রমন কালাপেক্ষা সূর্য্যহইতে গমনকালে লাঙ্গুল অধিক বড় ও জ্যোতির্ময় দেখা যায়, পৃথিবীরূপে বৈলক্ষণ্য দেখা যায়. কখনং নিশ্চল তারার মত ক্ষুদ্র দেখা যায়, অন্যং সময়ে গ্রহের মত ও কখনং সূর্য্য ও চন্দ্রের মত বড় দেখা যায়; তাহারদের দৃষ্টান্ত রূপ গতির সমান নহে কখনং বক্রগতি করিয়া কখন পশ্চাৎ চলিয়া কখন নিশ্চল. ধূমকেতু প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায় সেই চিহ্নদ্বারা অন্য গ্রহও তারাহইতে তাহার ভেদ প্রকাশ হয়, কিন্তু কখনং অনেক ধূমকেতুর কেবল লাঙ্গুল দেখা যায়, সূর্য্যের দ্বারা লাঙ্গুল হয়. অতএব সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলে বড়, এবং দূরবর্ত্তী হইলে ছোট দৃষ্ট হয়.

১৬৮০ সনে ও ১৭৪৪ সনে যে দুই ধূমকেতু প্রকাশ হইয়াছিল তাহারদিগের বিস্তারিত লিখা উচিত ১৬৮০ সনের ধূমকেতু সূর্য্যের অতিনিকট হওয়াপ্রযুক্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়, সে সূর্য্যের এত নিকটগামী যে আসন্নকালে সূর্য্যের ব্যাসের ষষ্ঠাংশের অধিক সূর্য্যহইতে দূর ছিল না. ১৭৪৪ সনের যে ধূমকেতু সে

was first seen at Lausanne in Switzerland, December 13, 1743. It came so near to Mercury, that if its attraction had been proportionable to its magnitude, it was thought probable it would have disturbed the motion of that planet.

Of all the celestial bodies, comets have given rise to the greatest number of speculations and conjectures. Their strange appearance has in all ages been a matter of terror to the vulgar, who have uniformly considered them as evil omens and as the forerunners of war, pestilence, and misfortune. It was not till some time after people began to throw off the fetters of superstition and ignorance in which they had so long been bound, that any rational hypothesis was formed concerning them. Tycho Brahe was the first who restored them to their true rank in the creation. Before his time, several comets had been observed with tolerable exactness yet they were all considered as below the moon. But Tycho, being provided with much better instruments set himself with great diligence to observe the famous comet of 1577, and from many careful observations deduced that it had no sensible diurnal parallax, and was therefore above the regions of our atmosphere.

Dr. Halley in order to ascertain the periods of the comets, set himself to collect all the observations which had been made by which he calculated the

পুনশ্চ ১৭৮৩ সনের ১৩ ডিসেম্বর নিউইঞ্জেলণ্ডের সালাম নগরে দেখা গেল, সে বুধ গ্রহের এমত নিকটে আইল যে যদি তাহার মহত্ত্বানুসারে আকর্ষণ শক্তি থাকিত তবে বুধ গ্রহের চলনের বক্রতা হইত.

সকল সৌর জগৎ পদার্থের মধ্যে ধূমকেতুর বিষয়ে অধিক অনুমান ও ভাবনা জন্মিয়াছে. পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি তাহারদিগের চমৎকারাকৃতিদ্বারা ইতর লোকেরদিগের মনে ভয় জন্মিয়াছে, এবং নিত্য তাহাকে অনিষ্টসূচক ও যুদ্ধ ও মারী ও দুর্দশার অগ্রগামী জানিয়াছে. লোকেরা অজ্ঞানতা ও মিথ্যা ভয়ের যে বন্ধনেতে বদ্ধ ছিল সে বন্ধন হইতে যখন মুক্ত হইল তখন ধূমকেতুর বিষয়েতে যথার্থ অনুমান করা গেল. সৌর জগতের মধ্যে ধূমকেতুর স্থান যিনি প্রথম নিশ্চয় করিয়াছেন তাহার নাম টিকো ব্রাহী. তাহার পূর্ব্বে কতগুলি ধূমকেতুদর্শন হইয়াছিল কিন্তু তাহার স্থান নিশ্চয় না হওয়াতে সকল লোকের অনুমান হইয়াছিল যে ধূমকেতু চন্দ্রকক্ষার নীচে. কিন্তু টিকো উত্তম দূরবীণদ্বারা ১৭৫৭ সনের আশ্চর্য্য ধূমকেতুকে মনঃসংযোগপূর্ব্বক দর্শন করিলেন, এবং বিলক্ষণ বিবেচনাতে নিশ্চয় করিলেন যে তাহারদের দৈনন্দিন গমন অননুভবনীয়, ইহাতে আমারদিগের আকাশের উচ্চেতে তাহারদিগের স্থান নিশ্চয় করিলেন.

ধূমকেতুরদিগের প্রত্যাগমন নিশ্চয় করিবার কারণ ডাক্তর হালি সাহেব নামে এক পণ্ডিত সকল ধূমকেতুর নিদর্শন একত্র

periodical times of 24 of them. By computations founded on these data, the Doctor concluded that the comet of 1682 was the same which had appeared in 1607 and 1531; that it had a period of 75 or 76 years and he ventured to fortel that it would return about the year 1758. The comet which appeared in 1661 was supposed to be the same with that of 1532, and to have a period of 129 years.

Astronomers are now generally agreed, that comets are opaque bodies, enlightened by the sun, and possessing very different magnitudes. Various conjectures have been formed respecting their tails though it is universally acknowledged that they depend on the sun some how or other, and for this plain reason, that they are always turned from him; but in what manner this is accomplished, we cannot easily determine. The velocity of comets is indeed sometimes inconceivably great. Mr. Brydone observed one, in July 1770, which in twenty-four hours described an arch in the heavens, by which he supposes that if it was as far distant as the sun, it must have moved at the rate of upwards of sixty millions of miles in a day. The near approach of some comets to the sun subjects them to intense and inconceivable degrees of heat. Newton calculated that the heat of

করিয়া চব্বিশটার গমন নিশ্চয় করিলেন. ইহার দ্বারা গণনা করিয়া ঐ পণ্ডিত সাহেব দেখিলেন যে ১৬০৭ সনে ও ১৫৩১ সনে যে ধূমকেতু দেখা গেল সেই ধূমকেতু ১৬৮২ সনে পুনর্ব্বার দৃষ্ট হইল. ইহাতে জানিলেন যে পচাত্তর কিম্বা ছেয়াত্তর বৎসর অন্তর ধূমকেতু একবার প্রদক্ষিণ করে. তৎপ্রযুক্ত অনুমান করিলেন যে সে ১৭৫৮ সনেও পুনর্ব্বার দেখা যাইবেক, এবং ১৫৩২ সনে এক ধূমকেতু দেখা দিলো পুনর্ব্বার ১৬৬১ সনে দৃষ্ট হইল, তাহাতে তাহার প্রদক্ষিণ কাল এক শত ঊনত্রিশ বৎসর নিশ্চয় করিলেন.

জ্যোতির্ব্বেত্তারা এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে ধূমকেতু গ্রহাকার ন্থ সূর্য্যহইতে আলোক পায়, এবং তাহারদিগের অদ্ভুত মহত্ত্বে কেবলমাত্র আছে, তাহারদিগের লাঙ্গুলের বিষয় অনেক সন্দেহ করা গিয়াছে কিন্তু সাধারণরীত এই যে সূর্য্যের তেজোদ্বারা কোন প্রকারে সে জন্মে, যেহেতুক লাঙ্গুলের মূল শীর্ষস্থিত এবং তাহার অগ্রভাগ দূরবর্ত্তী ; কিন্তু কি প্রকার তেজঃ পতনে কিপ্রকার হয় তাহার নিশ্চয় জানা যায় না. ধূমকেতুর বেগগমন কোনং সময়ে প্রায় অবিশ্বসনীয় ; ১৭৮০ সনের জুলাই মাসে মুইটেন সাহেব এক ধূমকেতু দর্শন করিল যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আকাশ পথে এত দূর গামী হইল যে সে যদি আমারদিগের সূর্য্য হইতে দূরবর্ত্তী হইত তবে ঐ সাহেবের গণনানুসারে সে ধূমকেতু এক মিনিটের মধ্যে তিন কোটি ক্রোশ চলিত. কোনং ধূমকেতু সূর্য্যের এত নিকটবর্ত্তী হয় যে তাহারদের যাতে অবিশ্বাসনীয় অশেষ দুঃখ হয়. নিউটন সাহেব গণিয়া দেখিলেন যে ১৬৮০

the comet of 1680, must have been nearly 2000 times as great as that of red hot iron. Another philosopher adds, that if so large a body, with so rapid a motion as that of this comet, were to strike against the earth, a thing by no means impossible, the shock might reduce this beautiful frame to its original chaos.

Of the manner of Bird-catching in the Fero Isles.

The manner of bird-catching in the Fero islands is so very strange and hazardous, that the description is worthy of perusal. Necessity compels mankind to wonderful attempts. The cliffs which contain the objects of research are often two hundred fathoms in height, and are attempted from above and below. In the first case, the men provide themselves with a rope 80 or 100 fathoms in length. The fowler fastens one end of it about his waist and between his legs, recommends himself to the protection of the Almighty, and is lowered down by six others, who place a piece of timber on the margin of the rock, to preserve the rope from wearing against the sharp edge. They have besides a small line fastened to the body of the adventurer, by which he gives signals to lower or raise him or to shift him from place to place. The last operation is attended with great danger, by the loosing of the stones, which often fall

সদে ধূমকেতু জ্বলৎ লৌহহইতে দুই সহস্রগুণ উত্তপ্ত. অন্য এক পণ্ডিত কহিয়াছেন, যে এই ধূমকেতুর তুল্য বেগগামী ও তত্তুল্য মহৎ কোন পদার্থ যদি এই পৃথিবীর উপরে আঘাত করিত তবে এই সুদৃশ্য পৃথিবীর মূল পঞ্চভূত পুনর্ব্বার নিরাশ্রয় হইত.

ফেরো উপদ্বীপে পক্ষিধারণোপায়.

ফেরো উপদ্বীপে পক্ষিধারণের উপায় এমত আশ্চর্য্য ও অতি দুষ্কর যে সে শ্রবণোপযুক্ত মনুষ্যবংশের মধ্যে আবশ্যকতা পযুক্ত আশ্চর্য্য উপায় জন্মে; যে গুহার মধ্যে অন্বেষণীয় বস্তু থাকে সে কোনং স্থানে আট শত হস্ত ঊর্দ্ধবর্ত্তী, পক্ষিধারকেরা নীচহইতে ও উপরহইতে অন্বেষণ করে; উপরহইতে অন্বেষণ সময়ে তাহারা চারি শত হাত দীর্ঘ রজ্জু এক দিগে আপন কটিদেশে তে বদ্ধ করিয়া উরুদ্বয়ের মধ্যে দিয়া বাহির করে, অন্য ছয় জন ঐ রজ্জু ছিন্ন না হওয়ার কারণ পর্ব্বতের ধারে একখান কাষ্ঠ রাখে; অপর ঐ পক্ষিধারকেরা পরমেশ্বরে ভরসা রাখিয়া ঐ রজ্জুর এক ভাগ উপরিস্থ ছয় জনের হাতে দিয়া ঐ রজ্জুর দ্বারা নীচে নামে. তাহার শরীরে আর এক সূক্ষ্ম রজ্জু বদ্ধ থাকে, তাহার দ্বারা উপরিস্থ লোকেরদিগকে সঙ্কেতদ্বারা আপনাকে নামাইতে অথবা উঠাইতে কিম্বা স্থানান্তর করিতে জ্ঞাত করে. স্থানান্তর হওয়া অতিসঙ্কটময়, যেহেতুক কখনং প্রস্তর খসিয়া

on his head and would infallibly destroy him, were it not protected by a strong thick hat: even that is found unequal to save him against the weight of the large fragments of rock. The dexterity of the fowlers is amazing; they will place their feet against the front of the precipice, and draw themselves some fathoms from it; with a cool eye survey the places the birds nestle in, and again shoot into their haunts. In some places the birds lodge in deep recesses. The fowler will alight there, disengage himself from the rope, fix it to a stone, and at his leisure collect the booty, fasten it to his girdle, and resume his pendulous seat. At times he will again spring from the rock, and in that attitude, with a fowling net placed at the end of a staff, will catch the old birds which are flying to and from their retreats. When he has finished his dreadful employ, he gives a signal to his friends above, who pull him up, and share the hard-earned profit. The feathers are preserved for exportation; the flesh is partly eaten fresh, but the greater portion dried for winter provision.

The fowling from below has its share of danger. The party goes on the expedition in a boat, and when it has attained the base of the precipice, one of the most daring, having fastened a rope about his waist, and furnished himself with a long pole with an iron hook at one end, either climbs or is thrust up by his companions, who place a pole under his breech, to the

তাহার মস্তকে পড়ে, এবং যদি তাহার মস্তকে শক্ত ও মোটা টুপী না থাকে তবে তাহার নিশ্চয় নাশ হয়. পর্ব্বতের বৃহৎ পুস্তর পতন হইলে সে টুপীতেও তাহার রক্ষা হয় না. পক্ষিধারকেরদের নৈপুণ্য আশ্চর্য্য, তাহারা পর্ব্বতের গুহার সম্মুখে আপনং চরণদ্বারা আপনারদিগকে ঠেলিয়া আট দশ হস্তপর্য্যন্ত বাহিরে যায়, এবং নিশ্চল চক্ষুর্দ্বারা পক্ষির বাসা দেখিয়া সেই ঝোঁকদ্বারা গুহাতে প্রবিষ্ট হয়. কোনং স্থানে অতিঘোর গহ্বরে পক্ষির বাসা থাকে, সেইখানে পক্ষিধারকেরা নামে, এবং রজ্জু আপন শরীরহইতে খুলিয়া প্রস্তরে বান্ধে, অপর নিরুদ্বেগে পক্ষি ধরিয়া আপন কোমরে বান্ধে, এবং পুনর্ব্বার সেই রজ্জু অবলম্বন করে. কোনং সময়ে পর্ব্বতে চরণাঘাতের ঝোঁকে বাহিরে আইসে, এবং লাঠীর মুখে বদ্ধ জালদ্বারা বাসাহইতে উড্ডীয়মান প্রাচীন পক্ষিরদিগকে ধরে. যখন সে অতিশয় দুষ্কর কর্ম্ম সমাপ্ত হয়, তখন উপরিস্থিত আপন সঙ্গিরদিগকে চিহ্ন দেখাইলে তাহারা সেইস্থান হইতে তাহাকে টানিয়া লয়, এবং সেই অসমসাহস লব্ধ অর্থ বিভাগপূর্ব্বক গ্রহণ করে. অন্য দেশে পোরণার্থে পক্ষির পক্ষ প্রস্তুত করিয়া রাখে, ও তাহার মাংস কতক সদ্য ভোজন করে, অবশিষ্ট শীতকালের কারণ শুষ্ক করিয়া রাখে।

নীচে যাহারা পক্ষী ধরে সেও সঙ্কটযুক্ত. পক্ষিধারকেরা নৌকারোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করে, এবং তাহারা পর্ব্বতের অধিত্যকার নীচে পর্য্যন্ত পঁহুছিলে, তাহারদের মধ্যে অতিসাহসী এক জন আপন কোমরে রজ্জু বান্ধিয়া, এবং বক্রাগ্রকোনরূপ লম্বা দণ্ড

next footing spot he can reach. He by means of the rope brings up one of the boat's crew; then the rest are drawn up in the same manner, and each has a staff. They then continue their progress upwards in the same manner, till they arrive at the region of the birds, and wander about the face of the cliff in search of them. They then act in pairs: one fastens himself to the end of his associate's rope, and in places where birds have nestled beneath his footing, he permits himself to be lowered down, depending for his security on the strength of his companion, who has to haul him up again; but it sometimes happens that the person is overpowered by the weight, and both inevitably perish. They fling the fowls into the boat which attends their motions, and receives the booty. They often pass seven or eight days in this tremendous employ, and lodge in the crannies which they find in the face of the precipice.

হস্তে লইয়া বৃক্ষারোহণ করণের মত পর্ব্বতারোহণ করে অথবা সঙ্গিরদের কর্ত্তৃক উত্থাপিত হয়, ঝিঙ্কিং উর্দ্ধে উঠিলে সঙ্গিরা তাহাকে কোন ঢেকুনোর দ্বারা উপরে উঠায় যে পর্য্যন্ত দাঁড়াইবার স্থানে পঁহুছে. তাহারপর সে ব্যক্তি সেখান হইতে রজ্জুদ্বারা এক সঙ্গীকে আকর্ষণ করিয়া উপরে তোলে, এবং ঐ দুই জন ক্রমেং আর সকলকে দণ্ডসহিত টানিয়া উঠায়. ইহার পরে পূর্ব্বোক্ত রীতি ক্রমে আরো উপরে উঠে যেপর্য্যন্ত পক্ষিস্থানে পঁহুছে. তাহারা সেখানে ইতস্ততঃ পক্ষি অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়; অপর তাহারা দুইং জন করিয়া পক্ষি ধরিতে যায়. পরে ঐ দুই জনের এক জন কোমরে রজ্জু বান্ধিয়া ঝুলিয়া পড়ে, অপর ব্যক্তি সেই দড়ি ধরিয়া উপরে থাকে; ঐ ব্যক্তি ঝুলিতেং পক্ষি অন্বেষণ করে; এবং উপরিস্থ সঙ্গির হস্তে তাহার প্রাণ দোলায়মান থাকে. কখনওং এমত সঙ্কট হয় যে উপরিস্থ লোক ভার সহিতে না পারিয়া দুই জনে পড়িয়া মরে. তাহার নীচে তাহারদের সঙ্গেং নৌকা থাকে, তাহারা যেমন পক্ষি ধরে তেমনি ঐ নৌকাতে নিক্ষেপ করে. তাহারা এইরূপ সঙ্কটময় কর্ম্মে পর্ব্বতের গুহাতে পাঁচ সাত দিন কালক্ষেপ করে, ও রাত্রিতে পর্ব্বতের মধ্যে বাস করে.